রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, জুন ১৩, ২০১৭

[বসরকারী ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারীকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
সিকিউরিটিজ কমিশন ভবন
ই-৬/সি আগারগাঁও
শেরে বাংলা নগর প্রশাসনিক এলাকা
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ।

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৮ জ্যৈষ্ঠ ১৪২৪ বঙ্গাব্দ/ ১১ জুন ২০১৭ খ্রিষ্টাব্দ

নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসিডি/২০১৭-৩৫৬/১৯৯/প্রশাসন/৭৬– Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969) এর section 33 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে কমিশন, পূর্ব প্রকাশের পর, নিম্নরূপ বিধিমালা প্রণয়ন করিল, যথা :-

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।- (১) এই বিধিমালা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।- (১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই বিধিমালায়,-

(ক) "অধ্যাদেশ'' বা ''অর্ডিন্যান্স " অর্থ Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ord. No. XVII of 1969);

(খ) ''অংশগ্রহণকারী'' অর্থ ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য নিবন্ধন অথবা অনুমতি প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান;

(গ) ''আইন'' অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন);

(ঘ) "ইনভেস্টরস্ প্রটেকশন ফান্ড" অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক গঠিত একটি তহবিল যাহা বিনিয়োগকারীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত, স্বার্থরক্ষা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে স্বয়ংসম্পূর্ন করিবার কাজে ব্যবহৃত হইবে;

(ঙ) ''কমিশন'' অর্থ বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর অধীন প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন;

(চ) "ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্লমেন্ট কোম্পানী" অর্থ এমন কোন প্রতিষ্ঠান যাহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিগমিত, এবং যাহা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা, দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগ এবং এতদসংক্রান্ত সুবিধাদি নিশ্চিত করিবার জন্য কমিশন কর্তৃক এই বিধিমালার অধীন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে নিবন্ধিত;

(ছ) ''ক্লিয়ারিং'' অর্থ সিকিউরিটিজ লেনদেনের জন্য প্রদত্ত ক্রয়াদেশ ও বিক্রয়াদেশ সমন্বয় (Match) সাধনের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক সিকিউরিটিজ ও অর্থের দায় নির্ধারণের লক্ষ্যে পরিচালিত যাবতীয় কার্যক্রম, যাহার মধ্যে লেনদেন ব্যবস্থাপনা (Trade management), অবস্থান ব্যবস্থাপনা (Position management), সহায়ক জামানত ও ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা (Collateral and Risk management) এবং হস্তান্তর ব্যবস্থাপনা (Delivery management) অন্তর্ভুক্ত হইবে;

(জ) ''কৌশলগত বিনিয়োগকারী'' অর্থ বৈদেশিক কোন প্রতিষ্ঠান যাহা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি অথবা এক্সচেঞ্জ অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠান সংক্রান্ত কার্যক্রমে নিয়োজিত এবং যাহার বিনিয়োগের মাধ্যমে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কার্যক্রম পরিচালনায় অধিকতর স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও গতিশীলতা নিশ্চিত হইবে;

(ঝ) চীফ রেগুলেটরি কর্মকর্তা বা মূখ্য নিয়ামক কর্মকর্তা (CRO) অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির রেগুলেটরি অ্যাফেয়ার্স বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ঞ) চীফ রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কর্মকর্তা বা মূখ্য ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তা (CRMO) অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনা ও সম্পাদনার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(ট) "তফসিল"অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত কোন তফসিল;

(ঠ) ''নভেশন (Novation)'' অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক প্রত্যেকটি লেনদেনের উভয় পক্ষের মধ্যবর্তী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া, উভয়ের আইনগত কাউন্টারপার্টি হিসাবে কাজ করা এবং সকল লেনদেন নিস্পত্তির শর্তহীন নিশ্চয়তা প্রদানের প্রক্রিয়া;

(ড) "নিবন্ধন সনদ" অর্থ এই বিধিমালার অধীন প্রদত্ত নিবন্ধন সনদ;

(ঢ) ''পরিচালনা পর্ষদ'' অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদ;

(ণ) "ফরম" অর্থ এই বিধিমালার সহিত সংযোজিত তফসিল-১ এর কোন ফরম;

(ত) ''ব্যবস্থাপনা পরিচালক" বা "প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা'' অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা চীফ এক্সিকিউটিভ অফিসার (Chief Executive Officer) হিসেবে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা;

(থ) ''ব্যক্তি'' অর্থ প্রাকৃতিক ব্যক্তির পাশাপাশি কোন কোম্পানী, অংশীদারী কারবার বা ফার্ম বা প্রতিষ্ঠান বা সংস্থাও অন্তর্ভূক্ত হইবে;

(দ) "ব্যবসা চালুকরণ সনদ" অর্থ এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি প্রদত্ত ব্যবসা চালুকরণ সনদ;

(ধ) ''মার্জিন'' অর্থ লেনদেনের নিরাপত্তা হিসাবে অংশগ্রহণকারী অথবা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মক্কেল কর্তৃক প্রদত্ত জামানত (Colatteral);

(ন) ''সেট্‌লমেন্ট'' অর্থ সিকিউরিটিজ এর লেনদেন হইতে পক্ষসমূহের উদ্ভুত দায় পরিশোধের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট পাওনাদারদের নিকট সিকিউরিটিজ ও অর্থ হস্তান্তর সংক্রান্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক পরিপালিত যাবতীয় কার্যক্রম;

(প) ''সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি'' বা "সিসিপি" অর্থ সিকিউরিটিজ সমূহের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এবং এতদসংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনাসহ আইনসঙ্গত পদ্ধতিতে মধ্যবর্তী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া বিক্রেতার ক্ষেত্রে ক্রেতা এবং ক্রেতার ক্ষেত্রে বিক্রেতার দায় গ্রহণ এবং তাহাদের দেনা-পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান, তাহা যে নামেই অভিহিত হউক;

(ফ) "সিসিপি নীতিমালা" অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির দায়-দায়িত্ব, কার্যাবলী ও ক্ষমতা সুষ্ঠু, নিরাপদ, জবাবদিহিমূলক, সাবলীল ও স্বচ্ছতার সহিত পালন, সম্পাদন ও প্রয়োগ করিবার লক্ষ্যে, কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং আইন ও এই বিধিমালা সাপেক্ষে, কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত, প্রণীত বা প্রবর্তিত সকল পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, নিয়ম-কানুন, মানদন্ড ও সংশ্লিষ্ট শর্তাবলী;

(ব) ''স্বতন্ত্র পরিচালক'' অর্থ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির এমন কোন পরিচালক যিনি পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে প্রতিনিধিত্ব করেন এবং সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ব্যবসা, সেবা, লেনদেন এবং উহার কোন উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ার ধারকের অথবা পুঁজিবাজার মধ্যস্থতাকারী কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন;

(ভ) "সেট্‌লমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড" অর্থ এই বিধিমালার অধীনে গঠিত একটি তহবিল যাহা সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত কোন বাধ্যবাধকতা অথবা পাওনাদি প্রদানে ব্যর্থতার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইবে।

(২) প্রসঙ্গের প্রয়োজনে ভিন্নরূপ না হইলে, এই আইনে ব্যবহৃত যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেওয়া হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি Securities and Exchange Ordinance, 1969 (Ordinance No. XVII of 1969), ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ ও এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন), কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ (১৯৯৪ সনের ১৮ নং আইন), ডিপজিটরি আইন, ১৯৯৯ (১৯৯৯ সনের ৬ নং আইন), বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন), এক্সচেঞ্জেস ডিমিউচ্যুয়ালাইজেশন আইন, ২০১৩ (২০১৩ সনের ১৫ নং আইন) এবং তদধীন প্রণীত বিধি-বিধান সমূহে যে অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে উক্ত শব্দ বা অভিব্যক্তি সেই অর্থ বহন করিবে।

৩। নিবন্ধন সনদ ও ব্যবসা চালুকরণ সনদ ব্যতিত ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনা নিষিদ্ধ।- এই বিধিমালা কার্যকর হইবার পর কমিশন হইতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে নিবন্ধন সনদ গ্রহন করিতে হইবে। ব্যবসা চালুকরণ সনদ গ্রহণ ব্যতিরেকে নিবন্ধিত ব্যক্তি ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত কোন কার্যক্রম পরিচালনা, দায়িত্ব পালন বা ক্ষমতা প্রয়োগ করিতে পারিবে না।

৪। ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি সকল প্রকার সিকিউরিটিজের জন্য, প্রয়োজনীয় নিয়ম কানুন প্রণয়ন সাপেক্ষে, উহার নিজস্ব নিরাপদ, স্বচ্ছ, নির্ভরযোগ্য, কর্তৃত্বসম্পন্ন ও দায়িত্বশীল ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি যথাযথভাবে প্রবর্তন ও পরিচালনা করিবে, যাহার মাধ্যমে -

(ক) প্রতিটি সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট নিরবচ্ছিন্ন ও নিশ্চিতভাবে সম্পন্ন হইবে;

(খ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি প্রতিটি লেনদেনের মধ্যবর্তী পক্ষ হিসাবে অবতীর্ণ হইয়া দেনা-পাওনা পরিশোধের নিশ্চয়তা প্রদান করিবে;

(গ) অংশগ্রহণকারীর হিসাব খোলা, সংরক্ষণ ও পরিচালনা সংক্রান্ত কার্যক্রম নিয়ন্ত্রিত হইবে;

(ঘ) লেনদেনকৃত সিকিউরিটিজ ও অর্থ যথাযথভাবে স্থানান্তরিত হইবে;

(ঙ) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ, নিরাপত্তা ও গোপনীয়তা নিশ্চিত হইবে;

(চ) এতদসংক্রান্ত অন্যান্য যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়
সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে নিবন্ধিকরণ ও ব্যবসা চালুকরণ

৫। নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা।— কোন ব্যক্তি সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধনের যোগ্য হইবে না, যদি-

(ক) উহা কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ এর অধীন শেয়ার দ্বারা সীমিতদায় পাবলিক লিমিটেড কোম্পানী হিসাবে নিগমিত ও এই বিধিমালায় উল্লিখিত কাঠামো অনুযায়ী গঠিত না হয়;

(খ) উহার সংঘস্মারকে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে সকল প্রকার সিকিউরিটিজ ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার বিষয় লিপিবদ্ধ না থাকে;

(গ) উহার শেয়ারসমূহ এই বিধিমালায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠান ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি কর্তৃক ধারণ করা হয়;

(ঘ) উহার যেকোন সময়ের পরিশোধিত মূলধনের ৪৯% (উনপঞ্চাশ শতাংশ) এর বেশী শেয়ার কোন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এককভাবে অথবা উহার অধিনস্থ বা সহযোগী প্রতিষ্ঠানসহ ধারণ করা হয়;

(ঙ) উহার পরিশোধিত মূলধনের ন্যূনতম ২৫% (পঁচিশ শতাংশ) শেয়ার এক্সচেঞ্জ বা এক্সচেঞ্জসমুহ কর্তৃক ধারণ করা না হয়;

(চ) উহা একটি পূর্ণাঙ্গ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে কার্যক্রম পরিচালনায় সক্ষম না হয়;

(ছ) বিধি ১৩ তে উল্লিখিত পরিশোধিত মূলধন ও নীট সম্পদ সংক্রান্ত শর্তাদি পরিপালিত না হয়;

(জ) উহা বা উহার পরিচালকগণ ঋণ খেলাপী মুক্ত না হয়; এবং

(ঝ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত অন্য কোন যোগ্যতা এবং শর্তাদি পরিপালিত না হয়।

৬। নিবন্ধনের দরখাস্ত ও সনদ ইস্যুকরণ।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে নিবন্ধনের জন্য কোন ব্যক্তিকে তফসিলে বর্ণিত ফরম 'ক' অনুযায়ী কমিশন বরাবর দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত দরখাস্তের সহিত অফেরতযোগ্য দরখাস্ত ফি বাবদ কমিশন বরাবর [১][দুই লক্ষ টাকার] একটি ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার জমা করিতে হইবে।

(৩) দরখাস্তে উল্লিখিত তথ্যাদির সমর্থনে প্রয়োজনীয় দলিলাদি এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত হইলে অতিরিক্ত তথ্য ও দলিলাদি উক্ত নির্দেশ মোতাবেক দাখিল করিতে হইবে।

(৪) দরখাস্তের সহিত দাখিলকৃত দলিল ও তথ্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট হইলে দরখাস্ত সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় যাবতীয় তথ্য প্রাপ্তির অনধিক ষাট দিনের মধ্যে কমিশন উক্ত দরখাস্ত মঞ্জুর করিয়া বিষয়টি দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবে এবং নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করিয়া নিবন্ধন ফি বাবদ [২][পঞ্চাশ লক্ষ টাকা] পে-অর্ডার অথবা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে কমিশন বরাবর জমাদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিবে।

(৫) নিবন্ধন ফি উক্ত নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে জমাদান সাপেক্ষে, কমিশন দরখাস্তকারীকে ফরম-'খ' মোতাবেক নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

(৬) দরখাস্তের সহিত দাখিলকৃত দলিল ও তথ্যাদি সম্পর্কে সন্তুষ্ট না হইলে, কমিশন দরখাস্ত প্রাপ্তির পনের দিনের মধ্যে লিখিত কারণ উল্লেখপূর্বক উহা নামঞ্জুর করিবে এবং উক্ত সিদ্ধান্ত দরখাস্তকারীকে অবহিত করিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা "এক লক্ষ টাকার" শব্দগুলি "দুই লক্ষ টাকার" শব্দগুলি দ্বারা প্রতস্থিাপিত হইয়াছে যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা "দশ লক্ষ টাকার" শব্দগুলি "পঞ্চাশ লক্ষ টাকার" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৭) নিবন্ধন সনদে কমিশন দরখাস্তকারী কর্তৃক পালনীয় শর্তাবলী উল্লেখ করিতে পারিবে এবং উক্ত শর্তাধীনে নিবন্ধন সনদ কার্যকর থাকিবে।

(৮) নিবন্ধনের পর দরখাস্তকারী কর্তৃক দাখিলকৃত কোন তথ্য বা দলিল কমিশনের নিকট মিথ্যা বা জাল প্রমাণিত হইলে কমিশন নিবন্ধন সনদ বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানির সুযোগ প্রদান না করিয়া, কোন নিবন্ধন সনদ বাতিল করা যাইবে না।

(৯) কমিশনের নিকট সরবরাহকৃত কোন তথ্য পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইলে, দরখাস্তকারী অবিলম্বে উহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

৭। নিবন্ধনের বার্ষিক ফি।— নিবন্ধন সনদের বার্ষিক ফি বাবদ প্রত্যেক হিসাব বৎসর সমাপ্তির অনধিক ৩ (তিন) মাসের মধ্যে [১][১০(দশ) লক্ষ টাকা] পে-অর্ডার অথবা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা করিতে হইবে [২][:]

[৩][তবে শর্ত থাকে যে, উল্লিখিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হওয়ার পর প্রতি দিন বিলম্বের জন্য ৫,০০০ টাকা হারে জরিমানা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে কমিশন বরাবরে জমা প্রদান করিতে হইবে।]

৮। ব্যবসা চালুকরণ সনদের দরখাস্ত।- (১) নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির অন্যূন ১২ (বার) মাস সময়ের মধ্যে নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে কমিশনের নিকট উহার ব্যবসা চালু করার জন্য ফরম- 'গ' তে দরখাস্ত দাখিল করিতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন যুক্তিসঙ্গত কারণে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির আবেদনের প্রেক্ষিতে উক্ত সময় বর্ধিত করিতে পারিবে।

(২) ব্যবসা চালুকরণ সনদের জন্য দরখাস্তের সহিত ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি, অংশগ্রহণকারীর আচরণবিধি, ম্যানুয়াল, অংশগ্রহণকারীদের নিবন্ধন পদ্ধতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় নিয়ম-কানুনের খসড়া এবং দরখাস্ত ফরমে উল্লিখিত যাবতীয় দলিলপত্র ও তথ্য সংযুক্ত করিতে হইবে।

(৩) যদি কমিশন দরখাস্ত মঞ্জুর করার বিষয়টি বিবেচনার প্রয়োজনে আরও তথ্য দাবি করে তাহা হইলে, দরখাস্তকারী উহা সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

(৪) কমিশন প্রয়োজনবোধে দরখাস্তকারীর কোন প্রতিনিধি অথবা উহার কোন উদ্যোক্তাকে কোন বিষয়ে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য বা শুনানীর জন্য আহবান করিতে পারিবে এবং দরখাস্তকারীর কার্যালয় ও অন্যান্য সুবিধাদি পরিদর্শন করিতে পারিবে।

৯। ব্যবসা চালুকরণ সনদের দরখাস্ত করার যোগ্যতা ও অযোগ্যতা।-(১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে এই বিধিমালার অধীন নিবন্ধন সনদ প্রাপ্ত হইতে হইবে।

(২) কোন নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে ব্যবসা চালুকরণ সনদ মঞ্জুর করা হইবে না, যদি উহার -

(ক) দক্ষ, নিশ্চিত, স্বচ্ছ, দায়িত্বশীল ও নিরাপদ ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সেবা প্রদানের জন্য প্রয়োজনীয় ভৌত বা অভৌত অবকাঠামো, সুযোগ সুবিধা এবং জনবল না থাকে;

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা " ০৫ (পাঁচ) লক্ষ টাকা" শব্দগুলি "১০(দশ) লক্ষ টাকা" দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা [।] (দাড়ি) এর স্থলে [:] প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[৩] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) কার্যক্রম পরিচালনার সকল দিক সম্পর্কে বিস্তারিত নিয়ম-কানুন (পরিচালন পদ্ধতি, রিপোর্টিং পদ্ধতি, অভিযোগ নিষ্পত্তির ব্যবস্থা, তদন্ত ব্যবস্থা, জরিমানা ও হিসাব স্থগিতের বিধান, হিসাব সংরক্ষণ ও নিরীক্ষা পদ্ধতি, বিশেষ নিরীক্ষা ব্যবস্থা, ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কিত) না থাকে;

(গ) রেকর্ড, নথিপত্র অথবা উপাত্ত বা উহার সঞ্চালন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা নষ্ট হওয়া হইতে ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সেবা রক্ষা করার পর্যাপ্ত পন্থা এবং সুযোগ-সুবিধা না থাকে;

(ঘ) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত ঝুঁকি মোকাবিলা ও ক্ষতিপূরণের জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা না থাকে।

১০। ব্যবসা চালুকরণ সনদ ইস্যুকরণ।—(১) ব্যবসা চালুকরণ সনদ মঞ্জুরের জন্য কোন দরখাস্ত প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করার যোগ্য তাহা হইলে, উহা প্রাপ্তির পঁয়তাল্লিশ দিনের মধ্যে কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং ফরম- 'ঘ' অনুযায়ী ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রদান করিবে [১][ঃ]

[২] [তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবসা চালুকরণ সনদ এর জন্য ফি বাবদ কমিশনের অনুকূলে ২০ (বিশ) লক্ষ টাকা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে কমিশন বরাবর জমা প্রদান করিতে হইবে।]

(২) যদি কমিশন ব্যবসা চালুকরণ সনদের কোন দরখাস্ত বিবেচনার জন্য অধিক তথ্য প্রয়োজন মনে করে তাহা হইলে, উক্ত দরখাস্ত প্রাপ্তির একুশ দিনের মধ্যে উক্ত তথ্য তলব করিতে পারিবে এবং তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর দরখাস্তটি গ্রহণযোগ্য হইলে উহা মঞ্জুর করিবে এবং ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রদান করিবে।

(৩) যদি কমিশন ব্যবসা চালুকরণ সনদের জন্য কোন দরখাস্ত বিবেচনার পর এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, দরখাস্তটি মঞ্জুর করার যোগ্য নহে তাহা হইলে, লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া উক্ত সময়ের মধ্যে কমিশন দরখাস্তটি নামঞ্জুর করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান না করিয়া কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করা যাইবে না:

আরও শর্ত থাকে যে, কোন দরখাস্ত নামঞ্জুর করা হইলে, যে কারণে উহা নামঞ্জুর করা হইয়াছে সে কারণ দূরীভূত করিয়া দরখাস্তকারী পুনরায় উক্ত সনদ প্রাপ্তির জন্য দরখাস্ত করিতে পারিবে।

১১। ব্যবসা চালুকরণ সনদ সাময়িক স্থগিত বা বাতিলকরণ।—কমিশন স্বীয় উদ্যোগে অথবা কাহারো যুক্তিসংগত লিখিত অভিযোগের প্রেক্ষিতে কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে প্রদত্ত ব্যবসা চালুকরণ সনদ সাময়িক স্থগিত বা বাতিল করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, উক্তরুপ স্থগিত বা বাতিলকরণের পূর্বে কমিশনকে এই মর্মে সন্তুষ্ট হইতে হইবে যে-

(ক) বিকল্প পদ্ধতিতে ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম পরিচালনার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রহিয়াছে; এবং

(খ) উক্তরূপ স্থগিত বা বাতিলকরণ বিনিয়োগকারী এবং পুঁজিবাজারের স্বার্থের সহায়ক হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়
সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি গঠন-কাঠামো ও দায়-দায়িত্ব

[১] প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা [।] (দাড়ি) এর স্থলে [:] প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

১২। গঠন কাঠমো।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মালিকানা উহার অংশগ্রহণকারী হইতে পৃথক থাকিবে।

(২) প্রতিষ্ঠানটি পেশাগত অভিজ্ঞতা সম্পন্ন ব্যবস্থাপনা দল কর্তৃক পরিচালিত হইবে যাহা উহার শেয়ারহোল্ডার ও অংশগ্রহণকারী হইতে পৃথক থাকিবে।

১৩। মূলধন এবং নীট সম্পদ।- প্রত্যেক ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানী এর ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ৩০০ (তিনশত) কোটি টাকা এবং সার্বক্ষণিক নীট সম্পদ হইবে পরিশোধিত মূলধনের অন্যূন ৭৫% (পঁচাত্তর শতাংশ);

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ঝুঁকি ভিত্তিক (risk based) মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

১৪। শেয়ার ধারকের যোগ্যতা।- শুধুমাত্র নিম্নলিখিত শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহ ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর শেয়ার ধারক হইবে, যথা:-

(ক) এক্সচেঞ্জ;
(খ) ডিপজিটরি;
(গ) ব্যাংক; এবং
(ঘ) কৌশলগত বিনিয়োগকারী।

১৫। শেয়ার ধারণের সীমা, হস্তান্তর, অন্তর্ভুক্তিকরণ, বরাদ্দ, ইত্যাদি।— (১) বিধি **১৪** তে উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানসমূহের শেয়ার ধারণের সীমা প্রাতিষ্ঠানিক শ্রেণীভেদে এবং একক প্রতিষ্ঠানের জন্য নিম্নরূপ হইবেঃ-

(ক) এক্সচেঞ্জঃ ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর মোট ইস্যুকৃত এবং পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ৬৫% (পঁয়ষট্টি শতাংশ) শেয়ার এক্সচেঞ্জসমূহ যৌথভাবে ধারণ করিতে পারিবে; তবে, কোন এক্সচেঞ্জ এককভাবে ৪৯% (উনপঞ্চাশ শতাংশ) এর বেশী শেয়ার ধারণ করিতে পারিবে না;

(খ) ডিপজিটরিঃ ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর মোট ইস্যুকৃত এবং পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১০% (দশ শতাংশ) শেয়ার যৌথভাবে অথবা এককভাবে ডিপজিটরি ধারণ করিতে পারিবে;

(গ) ব্যাংকঃ ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর মোট ইস্যুকৃত এবং পরিশোধিত মূলধনের সর্বোচ্চ ১৫% (পনের শতাংশ) শেয়ার ব্যাংকসমূহ যৌথভাবে ধারণ করিতে পারিবে; তবে, কোন ব্যাংক এককভাবে ২% (দুই শতাংশ)-এর বেশী শেয়ার ধারণ করিতে পারিবে না;

(ঘ) কৌশলগত বিনিয়োগকারীঃ কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য কৌশলগত বিনিয়োগকারী একক বা যৌথভাবে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর মোট ইস্যুকৃত এবং পরিশোধিত মূলধনের ১০% (দশ শতাংশ) শেয়ার ধারণ করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী শেয়ারহোল্ডার হিসাবে অন্তর্ভুক্তি পর্যন্ত উক্ত শ্রেণীর জন্য বরাদ্দকৃত ১০% (দশ শতাংশ) শেয়ার কোন ডিপজিটরির অনুকুলে ইস্যু করা হইবে:

আরও শর্ত থাকে যে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী শ্রেণীর জন্য উক্ত বরাদ্দকৃত ১০% (দশ শতাংশ) শেয়ার কোন ডিপজিটরির অনুকূলে বরাদ্দ হইলে উহা এবং উহার উপর অর্জিত কোন স্টক লভ্যাংশসহ কৌশলগত বিনিয়োগকারীর নিকট হস্তান্তর সময় পর্যন্ত ব্লকড হিসাবে জমা থাকিবে।

(২) উপ-বিধি (১) এ বর্ণিত কোন শেয়ার ধারক শ্রেণীর জন্য বিধিতে নির্ধারিত অংশের চেয়ে আবেদনকৃত শেয়ারের পরিমাণ কম হইলে অবরাদ্দকৃত অংশ অন্যান্য শ্রেণীর শেয়ার ধারকদের মধ্যে কমিশনের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বন্টিত হইবে।

(৩) কোন শেয়ার ধারক শ্রেণীর শেয়ার ধাকরদের মধ্যে শেয়ার ধারণ বা বন্টন বা পুন:বন্টন বিষয়ে কমিশন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

(৪) কমিশনের অনুমতি ব্যাতিরেকে কোন শেয়ারধারক শেয়ার হস্তান্তর করিতে পারিবে নাঃ

তবে শর্ত থাকে যে, শেয়ার হস্তান্তর শুধুমাত্র নির্দিষ্ট শ্রেণীর প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যেই সম্পন্ন করা যাইবেঃ

আরও শর্ত থাকে যে, শেয়ার হস্তান্তর বিষয়ে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত হইবে।

(৫) ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর শেয়ার অজড় (Dematerialized) অবস্থায় বরাদ্দ করা হইবে।

(৬) বিধি ১০ এ বর্ণিত ব্যবসা চালুকরণ সনদ ইস্যুকরণের অব্যবহিত পর হইতে অনধিক ০৩ (তিন) বছরের মধ্যে কমিশন কোন ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীকে কৌশলগত বিনিয়োগকারীর নিকট অভিহিত মূল্যে শেয়ার বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে নির্দেশনা প্রদানের পরবর্তী ০১ (এক) বছরের মধ্যে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানী কৌশলগত বিনিয়োগকারীর সহিত শেয়ার ক্রয়-বিক্রয়ের চুক্তি সম্পাদন করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানী উল্লিখিত সময়ের মধ্যে উক্ত নির্দেশনা প্রতিপালনে যুক্তি সংগত কারণে অসমর্থ হইলে কমিশন উক্তরুপ প্রতিপালনের সময়সীমা বর্ধিত করিতে পারিবে।

১৬। পরিচালনা পর্ষদের কাঠামো।- (১) শেয়ার ধারক পরিচালক, স্বতন্ত্র পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সমন্বয়ে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদ গঠিত হইবে এবং পর্ষদের সদস্য সংখ্যা হইবে ১৪ জন, যাহা নিম্নরূপভাবে বণ্টিত হইবে, যথা:-

(ক) ৭ (সাত) জন স্বতন্ত্র পরিচালক। প্রতিটি স্বতন্ত্র পরিচালক পদের বিপরীতে ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট কোম্পানীর পরিচালনা পর্ষদ অন্যূন ০২ (দুই) জনের নাম কমিশনের নিকট প্রস্তাব আকারে প্রেরণ করিবে, যাহাদের মধ্য হইতে গ্রহণযোগ্য হইলে কমিশন স্বতন্ত্র পরিচালকগণের নাম অনুমোদন করিবে; তবে, প্রস্তাবিত নামসমূহ কমিশনের নিকট গ্রহণযোগ্য না হইলে সেইক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদ প্রতিটি শূন্য পদের বিপরীতে পুনরায় অন্যুন ০২ (দুই) জনের নামের তালিকা কমিশনের অনুমোদনের জন্য পেশ করিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির প্রথম পরিচালনা পর্ষদের স্বতন্ত্র পরিচালক কোন প্রস্তাবনা ব্যাতিরেকে নিয়োগ দান করিবে;

(খ) শেয়ার ধারক এক্সচেঞ্জসমূহের পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত ০৩ (তিন) জন পরিচালক;

তবে শর্ত থাকে যে, প্রত্যেক এক্সচেঞ্জ হইতে কমপক্ষে একজন পরিচালকের প্রতিনিধিত্ব হইবে।

(গ) শেয়ার ধারক ডিপজিটরির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত ০১ (এক) জন পরিচালক;

(ঘ) ব্যাংক শ্রেণীর শেয়ার ধারকগণ কর্তৃক তাহাদের মধ্য হইতে মনোনীত বা নির্বাচিত ০১ (এক) জন পরিচালক,

(ঙ) কৌশলগত বিনিয়োগকারী কর্তৃক মনোনীত বা নির্বাচিত ০১ (এক) জন পরিচালক;

তবে শর্ত থাকে যে, কৌশলগত বিনিয়োগকারী অন্তর্ভুক্তির পূর্ববর্তী সময়ে উক্ত পরিচালকের পদটি শূন্য থাকিবে।

(চ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদাধিকারবলে পরিচালক হইবেন এবং তাহার ভোটদানের ক্ষমতা থাকিবে।

(২) কোন অংশগ্রহণকারী অথবা উহার কোন প্রতিনিধি সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালক হইতে পারিবে না।

(৩) পরিচালনা পর্ষদ উহার প্রথম সভায় স্বতন্ত্র পরিচালকগণের মধ্য হইতে একজনকে চেয়ারম্যান নির্বাচন করিবে।

১৭। পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ।— সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদের মেয়াদ নিম্নরূপ হইবে, যথা:-

(১) একজন পরিচালক পরপর ২ (দুই) মেয়াদের অধিক নির্বাচিত হইতে পারিবে না এবং ১ টি মেয়াদ বাদ দিয়ে পুনরায় নির্বাচিত হইতে পারিবে;

(২) একজন স্বতন্ত্র পরিচালক ৩ (তিন) বৎসর মেয়াদের জন্য মনোনীত হইতে পারিবেন এবং সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির বোর্ডের সুপারিশক্রমে এবং কমিশনের অনুমোদনক্রমে আরও একটি মেয়াদের জন্য নবায়ন করা যাইতে পারে; তবে, তারপর ১ টি মেয়াদ বাদ না দিয়ে পরবর্তীতে স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে মনোনয়নের জন্য যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে না;

(৩) ব্যবস্থাপনা পরিচালক ০৪ (চার) বৎসর মেয়াদের অধিক সময়ের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন না। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির বোর্ডের সুপারিশক্রমে ও কমিশনের অনুমোদনক্রমে তিনি পরবর্তী মেয়াদের জন্য নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে পারিবেন;

১৮। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যন্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও বাধ্যবাধকতা।— সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অন্যান্য কর্মকর্তাদের যোগ্যতা, অযোগ্যতা ও বাধ্যবাধকতা তফসিল-২ দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

১৯। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব ।- (১) এই বিধিমালার অন্যান্য বিধানাবলী সাপেক্ষে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কর্তব্য ও দায়-দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) প্রত্যেকটি সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্ষেত্রে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে দায়িত্ব পালন করা এবং সেট্‌লমেন্টের নিশ্চয়তা প্রদান ও নির্ধারিত সময়ে ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম সম্পন্ন করা;

(খ) কোন অংশগ্রহণকারীর দায় পরিশোধে অপারগতার কারণে অন্যান্য অংশগ্রহণকারীর লেনদেন সেট্‌লমেন্ট যেন বাধাগ্রস্ত না হয় তাহা নিশ্চিত করা;

(গ) প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর সকল প্রকার সিকিউরিটিজ লেনদেনের সম্মিলিত অবস্থান পর্যবেক্ষণ এবং কোন ধরনের ত্রূটি-বিচ্যুতির ক্ষেত্রে সংশোধন অথবা শাস্তিমূলক ব্যবস্থা (একাউন্ট ফ্রিজিং বা সাসপেনশন) গ্রহণ করা;

(ঘ) প্রত্যেকটি অংশগ্রহণকারীর ঝুঁকি বহনের ক্ষমতা, অবস্থান সংক্রান্ত ঝুঁকি, বাজারের মূল্য প্রবণতা, লেনদেনের ধরন এবং সিকিউরিটিজের প্রকারভেদ ইত্যাদি অনুযায়ী মার্জিন নির্ধারণ করা এবং অংশগ্রহণকারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মক্কেল কর্তৃক সম্পাদিত লেনদেন সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে মার্জিন প্রাপ্তি নিশ্চিত করা;

(ঙ) কোন অংশগ্রহণকারীর দায় পরিশোধে অপারগতার ক্ষেত্রে তাহার মক্কেলদের লেনদেন সমন্বয়ের ব্যবস্থা করা এবং উক্ত অংশগ্রহণকারীর অতিরিক্ত দায়গ্রহণ বন্ধ করা;

(চ) অংশগ্রহণকারী ও প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মক্কেল কর্তৃক মার্জিন হিসাবে জমাকৃত জামানতের ধরণ, উহার মান এবং জমাদানের সময় নির্ধারণ করা; এছাড়া, ডেরিভেটিভস লেনদেনের ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর মক্কেলদের নিকট হইতে মার্জিন গ্রহণের বাধ্যবাধকতা আরোপ করা; এবং সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীদের মার্জিন এবং মক্কেলদের মার্জিন পৃথকভাবে জমা গ্রহণ করা;

(ছ) ''সেট্‌লমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ড'' ও ''ইনভেস্টরস প্রটেকশন ফান্ড'' গঠন ও সংরক্ষণ করা এবং কমিশনের অনুমোদন সাপেক্ষে উহার নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি, চাঁদা প্রদানের হার এবং ব্যবহার সংক্রান্ত নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করা;

(জ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত নীতিমালা প্রণয়ন করা;

(ঝ) পূর্ণাঙ্গ ও স্বয়ংক্রিয় ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি প্রবর্তন করা, যাহা এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, অংশগ্রহণকারী ও ব্যাংক ব্যবস্থার সহিত সমন্বিত হইবে এবং এ সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় চুক্তি সম্পাদন করিবে;

(ঞ) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম (Regulatory affairs) সিসিপির অন্যান্য বিভাগের কার্যক্রম হইতে পৃথকভাবে পরিচালনা করা;

(ট) উহার কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা নির্ধারণ এবং কোড অব কন্ডাক্ট প্রনয়ণ করা;

(ঠ) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রমে সকলের জন্য সমান অংশগ্রহণ ও ন্যায্য অধিকার নিশ্চিত করিবার জন্য উহার স্বচ্ছ কাঠামো প্রণয়ন করা;

(ড) সকলের জন্য সমান, বাধাহীন, স্বচ্ছ ও পক্ষপাতবিহীন ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট পদ্ধতি প্রণয়ন ও প্রবর্তন করা;

(ঢ) কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতীত ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত কার্যক্রম ভিন্ন অন্য কোন কার্যক্রম পরিচালনা না করা;

(ণ) কোন পরিচালক, কর্মচারী অথবা অন্য কাহারও ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত স্বার্থ সংরক্ষণ না করিয়া স্বাধীনভাবে উহার কার্যক্রম পরিচালনা করা;

(ত) সিকিউরিটিজ সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান, সিসিপি নীতিমালা, আদেশ ও নির্দেশনা মানিয়া চলা;

(থ) সময়ে সময়ে কমিশনের নির্দেশনা মোতাবেক অন্য কোন দায়িত্ব বা কর্তব্য সম্পাদন করা।

(২) সিকিরিটিজ সংক্রান্ত আইন ও বিধি-বিধান সাপেক্ষে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি তৎকার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন, দায়িত্ব পালন ও ক্ষমতা প্রয়োগের লক্ষ্যে, এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্যান্য বিষয়সহ, নিম্নলিখিত বিষয়ে কমিশনের পূর্বানুমোদন গ্রহণ সাপেক্ষে সিসিপি নীতিমালা প্রণয়ন করিবে, যথা:-

(ক) পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এবং অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দের যোগ্যতা ও নিয়োগ;

(খ) পরিচালক এবং ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দের কোড অব কন্ডাক্ট;
(গ) ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দের বেতন-ভাতাদি এবং নিয়োগবিধি;
(ঘ) ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী এবং ট্রেডিং অংশগ্রহণকারীগণের বিষয়সমূহ;
(ঙ) সেট্‌লমেন্ট গ্যারান্টি ফান্ডে সিসিপি ও প্রত্যেক অংশগ্রহণকারীর জমার পরিমাণ, প্রকৃতি, শর্ত, তহবিল হতে উত্তোলন, তহবিল ব্যবহারের নিয়মাবলী, এতদসংক্রান্ত ব্যর্থতার জরিমানা এবং শাস্তিমূলক ব্যবস্থাদি;
(চ) ইনভেস্টরস্ প্রটেকশন ফান্ড পরিচালনার প্রয়োজনীয় বিধান, প্রক্রিয়া ও শর্তাবলী প্রণয়ন এবং বিনিয়োগকারীদের সচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা;
(ছ) এই বিধিমালায় উল্লিখিত অন্য কোন বিষয়;
(জ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় আদেশ দ্বারা নির্ধারিত কোন বিষয়।

(৩) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালকগণের, অন্যান্য দায়িত্বসহ, বিশেষ দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-
(ক) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির যথাযথ ভূমিকা পালন নিশ্চিত করিবেন;
(খ) বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ দ্রুত নিস্পত্তি ও রোধকল্পে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং সিকিউরিটিজ লেনদেনের ক্ষেত্রে সকল পক্ষকে ন্যায্য অনুশীলনে উৎসাহিত করিবেন;
(গ) সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সকল বিষয় কমিশনকে অবহিতকরণ নিশ্চিত করিবেন;
(ঘ) আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকিলে কোন গোপনীয় বিষয়াদি প্রকাশ করিবেন না;
(ঙ) ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন গোপনীয় তথ্য ব্যবহার করিবেন না;
(চ) চেয়ারপার্সন ও পরিচালকগণ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নীতি নির্ধারণের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিশেষভাবে সম্পৃক্ত থাকিবেন এবং সম্ভব স্বল্পতম সময়ে অত্র বিধিমালার বিধি ১৯ (১) এ উল্লিখিত নীতি নির্ধারণে কার্যক্রম সম্পন্ন করিবেন; ব্যবস্থাপনার স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন হইতে পারে অথবা দৈনন্দিন কার্যক্রমে হস্তক্ষেপ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে এমন কোন কাজ করিবেন না;
(ছ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থ সম্পৃক্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিবেন;
(জ) কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে উপযুক্ত ডিউ ডিলিজেন্স (Due diligence) অনুশীলন করিবেন।

২০। ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগ, বরখাস্ত, ক্ষমতা ইত্যাদি।– এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন নিশ্চিতকরণে কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে পরিচালনা পর্ষদ নিম্নবর্ণিত শর্ত সাপেক্ষে একজন ''ব্যবস্থাপনা পরিচালক'' নিয়োগ করিবে :

(১) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের নিয়োগ, বরখাস্ত ইত্যাদির শর্তসমূহ নিম্নরুপ, যথা :
(ক) একজন পূর্ণ কালীন ''ব্যবস্থাপনা পরিচালক'' নিয়োগ করিবে;
(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসাবে নিয়োগপ্রাপ্ত ব্যক্তি কোন এক্সচেঞ্জের বা, এক্সচেঞ্জের কোন সদস্যের বা, ট্রেক হোল্ডারের কোন সম্পদ ব্যবস্থাপক কোম্পানীর বা, কোন ইস্যুয়ার কোম্পানীর বা, সিকিউরিটিজ ব্যবসার সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ কোনভাবেই জড়িত হইতে পারিবেন না; একই সঙ্গে তিনি কোন মার্চেন্ট ব্যাংকারের শেয়ারহোল্ডার বা উদ্যোক্তা বা পরিচালক হিসাবে থাকিতে পারিবেন না;
(গ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর কার্যকাল হইবে ৪ (চার) বছর, যাহা কমিশনের পূর্ব অনুমোদনক্রমে নবায়ন করা যাইতে পারে;

তবে শর্ত থাকে যে, কোন ব্যক্তির বয়স ৬৫ (পঁয়ষট্টি) বৎসর পূর্ণ হইলে তিনি ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে নিযুক্ত হইবার যোগ্য হইবেন না বা ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদে বহাল থাকিবেন না।

(ঘ) যদি ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার উপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করিতে ব্যর্থ বা, কোন অসদাচরণের বা নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন তাহা হইলে পরিচালনা পর্ষদ কমিশনের পূর্ব অনুমোদন সাপেক্ষে তাহাকে বরখাস্ত বা অপসারণ (যাহা প্রযোজ্য) করিতে পারিবে; তবে এই ধরনের সিদ্ধান্ত এতদুদ্দেশ্যে পরিচালনা পর্ষদের বিশেষ সভায় সদস্যদের কমপক্ষে দুই তৃতীয়াংশের ভোটে পাশ হইতে হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ধরনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার পূর্বে তাহাকে যুক্তি সংগত সময় প্রদান সাপেক্ষে সংশ্লিষ্ট অভিযোগের বিষয়ে তাহার লিখিত ও মৌখিক বক্তব্য প্রদানের সুযোগ দিতে হইবে।

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক পদত্যাগ করিতে চাহিলে ৩ (তিন) মাস পূর্বে পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি বরাবরে আবেদন পেশ এবং কমিশনকে উহার অনুলিপি প্রদান করিবেন;

(চ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পদ শুন্য থাকিলে বা কোন কারণে তিনি দায়িত্ব পালন করিতে অসমর্থ হইলে সংশ্লিষ্ট পরবর্তী উর্ধ্বতন কর্মকর্তা ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর অন্তবর্তীকালীন দায়িত্ব পালন করিবেন;

(ছ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর পদ শুন্য হওয়ার পরবর্তী ৯০ (নববই) দিনের মধ্যে যদি উক্ত পদে নিয়োগ দান করিতে পরিচালনা পর্ষদ ব্যর্থ হয় তবে কমিশন প্রয়োজনবোধে তৎকর্তৃক নির্ধারিত সময়ের জন্য উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ দান করিতে পারিবে। তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানী তাহার বেতন-ভাতাদি ও অন্যান্য সুবিধা বাবদ খরচ বহন করিবে;

(জ) কমিশন সময়ে সময়ে প্রয়োজনে ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগ্যতা সম্পর্কে নির্দেশনা জারি করিতে পারিবে।

(২) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর ক্ষমতা দায়িত্ব নিম্নরুপ, যথা:-

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালক সিকিউরিটিজ বাজার সম্পর্কিত সকল আইন, বিধি, প্রবিধি, নির্দেশনা, আদেশ, উপ-আইন বা সময়ে সময়ে কমিশন বা পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জারিকৃত নির্দেশনা, আদেশ সমূহ বাস্তবায়ন করিবেন:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন এবং পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক জারিকৃত কোন নির্দেশনা বা আদেশ সাংঘর্ষিক হইলে সেইক্ষেত্রে কমিশনের নির্দেশনা বা আদেশ চূড়ান্ত বলিয়া বিবেচিত হইবে।

(খ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক এই বিধিমালার পরিপালন এবং সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কর্মকর্তা-কর্মচারীদের কার্যাবলীর তদারকি নিশ্চিত করিবেন;

(গ) রিস্ক ম্যানেজমেন্ট কমিটি ব্যতীত পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক গঠিত সকল কমিটিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক সদস্যসচিব হইবেন;

তবে শর্ত থাকে যে, ব্যবস্থাপনা পরিচালক এর বিরুদ্ধে কোন শৃঙখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্দেশ্যে গঠিত তদন্ত কমিটিতে তিনি সদস্য থাকিবেন না।

(ঘ) কোন বিশেষ পরিস্থিতিতে ব্যবস্থাপনা পরিচালক তাহার উপর অর্পিত হয়নি এমন দায়িত্ব বা ক্ষমতা, পরিচালনা পর্ষদের সভাপতি এবং কমিশনকে একইসংগে অবহিত করত: পালন বা প্রয়োগ করিবেন; তবে উহা পরিচালনা পর্ষদের পরবর্তী সভায় অনুমোদন লাভ করিতে হইবে;

(ঙ) ব্যবস্থাপনা পরিচালক প্রশাসনিক কার্যাবলী এবং সংশ্লিষ্ট সকল আইন, বিধি-বিধান, উপ-বিধি, নির্দেশনা বা আদেশ পরিপালনের উপর কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী কমিশনে এবং পরিচালনা পর্ষদে প্রতিবেদন দাখিল করিবেন;

(চ) বিনিয়োগকারী এবং শেয়ারহোল্ডারদের স্বার্থ রক্ষার্থে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ;

(ছ) মুক্ত, নিরপেক্ষ, স্বচ্ছ, দক্ষ, জবাবদিহিমূলক ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(জ) কার্যকরী প্রশাসন, দক্ষ আর্থিক ও সাধারণ ব্যবস্থাপনা নিশ্চিতকরণ;

(ঝ) যথোপযুক্ত তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার নিশ্চিতকরণ;

(ঞ) যদি সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক এবং কমিশন কর্তৃক প্রণীত কোন নীতি, নির্দেশনা, সিদ্ধান্ত বা আদেশের মধ্যে কোন মতপার্থক্য দেখা দেয় তবে কমিশন কর্তৃক প্রণীত বিধি-বিধান, নির্দেশনা বা আদেশ বলবৎ থাকিবে এবং উহা ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিশ্চিত করিবেন।

২১। কমিটি গঠন ও দায়-দায়িত্ব।— **(১)** এই বিধিমালার উদ্দেশ্য পূরণকল্পে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির উপর অর্পিত দায়িত্বসমূহ সুচারুরূপে সম্পাদন নিশ্চিতকরণে ও প্রাতিষ্ঠানিক সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক নিম্নলিখিত কমিটিসমূহ গঠন করিতে হইবে, যথা:-

(ক) উপদেষ্টা কমিটি: অত্র কমিটি প্রযুক্তিগত বিষয়, বিভিন্ন সেবার ধরন, ক্লিয়ারিং সেট্‌লমেন্ট চার্জ ও রেগুলেটরি ফি নির্ধারণসহ সিসিপির নন রেগুলেটরি ও পরিচালন সংক্রান্ত বিষয়সমূহে পরিচালনা পর্ষদকে পরামর্শ প্রদান করিবে। ক্লিয়ারিং সদস্যদের প্রতিনিধিদের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে এবং পর্ষদের সভাপতি এই কমিটির প্রধান হইবেন;

(খ) ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা কমিটি: স্বতন্ত্র পরিচালক ও ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সমন্বয়ে এই কমিটি গঠিত হইবে এবং উহার সিদ্ধান্তসমূহ পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত করিবে; অত্র কমিটি একটি বিস্তারিত ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি প্রণয়ন করিবে যাহা ব্যবস্থাপনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত হইবে; ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রধান উক্ত কমিটির সদস্য সচিব হইবেন এবং অত্র কমিটির সিদ্ধান্ত সমূহ বাস্তবায়নের জন্য দায়বদ্ধ থাকিবেন; অত্র কমিটি ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা নীতি বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করিবে এবং এ সর্ম্পকে কমিশন ও পরিচালনা পর্ষদকে অবহিত রাখিবেন;

(গ) অডিট কমিটি: কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রণীত কর্পোরেট গভর্নেন্স অনুসরণ করত: একটি অডিট কমিটি গঠন করিতে হইবে। উক্ত অডিট কমিটি কমিশন কর্তৃক প্রণীত কর্পোরেট গভর্নেন্স বিধানাবলী পরিপালন নিশ্চিত করিবে;

(ঘ) নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি:: সিসিপির নৈতিকতা সম্পর্কিত নীতিমালাসমূহ বাস্তবায়নের অগ্রগতি মূল্যায়ন করার জন্য পরিচালনা পর্ষদের অধীনে একটি নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা কমিটি গঠন করিতে হইবে। উক্ত কমিটিতে কমপক্ষে ০২ (দুই) জন স্বতন্ত্র পরিচালক সদস্য হিসাবে থাকিবেন;

(২) উপ-বিধি ১ এর উদ্দেশ্যপূরণকল্পে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বোর্ড সকল কমিটির গঠন, কার্যপ্রণালী ও অন্যান্য বিষয়াদি কমিশনকে অবহিত করিবে:-

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন উপরোক্ত সকল কমিটির গঠন ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে যে কোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে ।

২২। পরিচালকদের আচরণবিধি।– সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কার্যক্রম সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য পরিচালকবৃন্দ তফসিল-৩ এ উল্লিখিত আচরণবিধি পরিপালন করিবেন।

২৩। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক প্রদত্ত সেবার ফি।– (১) কমিশন সময় সময় রেগুলেটরী ফি নির্ধারণ, আদায় ও প্রদানের জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে নির্দেশ জারি করিতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, সেবার বিপরীতে প্রদেয় ফি ব্যতিত অন্য কোন খাতে [যেমন, খরচ পুনরুদ্ধার (cost recovery), জমা (deposit) ইত্যাদি] আদায় করিতে হইলে তাহাও কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে নির্ধারণ ও আদায় করিতে হইবে।

(২) কমিশনের পূর্বানুমোদনক্রমে এবং নির্দেশনা মোতাবেক সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি রেগুলেটরি ফি নির্ধারণ ও আদায় করিতে পারিবে।

২৪। অভিযোগ ও সমাধান।– (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি তাহার বরাবরে দাখিলকৃত সকল অভিযোগ যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ রাখিবে এবং অভিযোগ সমাধানে তাৎক্ষনিক যথাবিহীত ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে।

(২) বিকল্প অভিযোগ নিস্পত্তি (Alternative Dispute Resolution) ব্যবস্থা প্রণয়ন ও প্রয়োগ করিবে।

(৩) অভিযোগ সমাধানে ব্যর্থ হইলে তাহা কমিশনের নিকট প্রেরণ করিবে।

২৫। কমিশনে রিপোর্ট দাখিল।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কমিশনে, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্ন বর্ণিত সময়সীমার মধ্যে লিখিত রিপোর্ট দাখিল করিবে, যথাঃ-

(ক) পূর্ববর্তী কার্য দিবসে সর্ট-সেল (Short-sale) হইলে উহা নিস্পত্তির পরবর্তী কার্য দিবসের মধ্যে;

(খ) কোন অংশগ্রহণকারীর বিরূদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহন করা হইলে উহার বিবরণী- পরবর্তী কার্য দিবসের মধ্যে;

(গ) সিস্টেমে কোন বিপর্যয় দেখা দিলে তাহা তাৎক্ষনিকভাবে; এবং

(ঘ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির অর্ধ-বার্ষিক রিপোর্ট-পরবর্তী একমাসের মধ্যে এবং বার্ষিক রিপোর্ট ও নিরীক্ষিত আর্থিক বিবরনী- পরবর্তী ০৪ (চার) মাসের মধ্যে।

(২) কমিশন সময়ে সময়ে অন্য যে কোন তথ্য চাহিলে তাহা কমিশনের নির্দেশ অনুযায়ী সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি সরবরাহ করিতে বাধ্য থাকিবে।

২৬। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি ও অন্যান্যের মধ্যকার চুক্তি, অধিকার ও দায়-দায়িত্ব।– (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, অংশগ্রহণকারী ও গ্রাহকের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব এই বিধিমালাসহ অন্যান্য বিধি-বিধান, সিসিপি নীতিমালা ও সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহের মধ্যে সম্পাদিত আইনানুগ চুক্তির মাধ্যমে নির্ধারিত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, এই ক্ষেত্রে কখনো কোন সমস্যা উদ্ভূত হইলে তখন এই ব্যাপারে প্রদত্ত কমিশনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলিয়া গণ্য হইবে।

(২) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি তাহার দায়িত্ব পরিপালনের উদ্দেশ্যে এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং ব্যাংক সমূহের সহিত প্রয়োজনীয় দ্বিপক্ষীয় বা বহুপক্ষীয় চুক্তি সম্পাদন করিবে; যাহার মধ্যে:

(ক) এক্সচেঞ্জ ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মধ্যকার সেবা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন করিবে যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, অধিকার, দায়-দায়িত্ব, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এর উদ্দেশ্যে সিকিউরিটির অন্তর্ভূক্তকরণ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ফি বা চার্জ সমূহ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ;

(খ) ডিপজিটরি ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মধ্যকার সেবা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন করিবে যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, অধিকার, দায়-দায়িত্ব, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এর উদ্দেশ্যে সিকিউরিটি সরবরাহ, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ফি বা চার্জ সমূহ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ;

(গ) ক্লিয়ারিং ব্যাংক ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মধ্যকার সেবা বিনিময়ের উদ্দেশ্যে উহাদের মধ্যকার চুক্তি সম্পাদন করিবে যাহাতে অন্যান্যের মধ্যে, অধিকার, দায়-দায়িত্ব, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এর উদ্দেশ্যে আর্থিক লেনদেনের পদ্ধতি, ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা, ফি বা চার্জ সমূহ এবং অন্যান্য বিষয়সমূহ;

(ঘ) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট এর ক্ষেত্রে কোনরুপ অভিযোগ বা দাবী উত্থাপিত হইলে এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরি, ক্লিয়ারিং ব্যাংকসমূহ ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার মধ্যস্থতার পন্থা নির্ধারণে সমাধানের পদ্ধতি স্ব স্ব চুক্তিপত্রে অন্তর্ভূক্ত করিবে।

২৭। **অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।— (ক)** সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিতে উহার সিস্টেম, কার্যবিধি, নিয়ন্ত্রণ এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য পর্যাপ্ত অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন, পর্যবেক্ষণ ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(খ) উল্লিখিত ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রয়ণের জন্য বিভিন্ন স্তরে সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব এবং জবাবদিহিতা নিশ্চিত করিতে হইবে।

(গ) এ সংক্রান্ত অনুসন্ধান ও নিরীক্ষা সম্পাদনের সুবিধার্থে নিরীক্ষা পথ (Audit trail) ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(ঘ) রেগুলেটরি কার্যক্রমের পৃথকীকরণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি একটি ''সু-স্পষ্ট'' নীতি গ্রহণ করিবে যাহা উহার রেগুলেটরি বিভাগকে অন্য সকল বিভাগের কার্যক্রম হইতে স্বতন্ত্র রাখিবে। রেগুলেটরি বিভাগের কোন কর্মী রেগুলেটরি কার্যক্রম সংক্রান্ত কোন তথ্য ব্যবস্থাপনা পরিচালকের সুপারিশ ছাড়া অন্য কোন বিভাগের কাউকে অবহিত করা হইতে বিরত থাকিবে। তবে রেগুলেটরী বিভাগ প্রধান নির্বাহীকে সকল বিষয়ে অবহিত রাখিবে এবং প্রয়োজনে তাহার পরামর্শ গ্রহণ করিবে।

২৮। **তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ ব্যবস্থা।-** (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি, তৎনির্ধারিত পদ্ধতি অনুসরণ, সংরক্ষণ করিবে, যথাঃ-

(ক) যেই সকল লেনদেন নিষ্পত্তি হইয়াছে উহার রেকর্ড ;

(খ) সকল অংশগ্রহণকারী (Partcipant) অনুযায়ী লেনদেন নিষ্পত্তি তালিকা বা ইনডেক্স (index);

(গ) সকল অংশগ্রহণকারীর নিকট প্রেরিত এবং তাহাদের নিকট হইতে গৃহীত সকল নির্দেশের রেকর্ড ;

(ঘ) সকল অংশগ্রহণকারী সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ ;

(ঙ) অন্য যে কোন তথ্য বা রেকর্ড যাহা কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত হয়।

(২) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার তথ্যাদি, রেকর্ড এবং ডকুমেন্ট কোথায় সংরক্ষিত হইবে তাহা পূর্বেই কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিবে।

(৩) অন্য কোন আইনের বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার তথ্যাদি, রেকর্ড ও ডকুমেন্ট ন্যূনপক্ষে সাত বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

২৯। **নিয়মিত পরিদর্শন ব্যবস্থা।-** সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার উদ্দেশ্যে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার এবং অংশগ্রহণকারীদের সিস্টেম, কার্যক্রম, নিয়ন্ত্রণ ও নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদনের এক কপি কমিশনে দাখিল করিবে।

৩০। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক কার্যকর ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি অংশগ্রহণকারী, এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরী, ক্লিয়ারিং ব্যাংক এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত অন্য কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত কার্যকর ইলেকট্রনিক যোগাযোগ ও সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

৩১। অন্যান্য ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত সহযোগিতা।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী, ক্লিয়ারিং ব্যাংক, এক্সচেঞ্জ, ডিপজিটরী এবং কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যক্তি, কর্তৃপক্ষ বা প্রতিষ্ঠানের সহিত এইরূপ সহযোগিতা করিবে যাহা নির্ভরযোগ্য, দ্রুত ও নিরাপদ সকল সেবা প্রদান নিশ্চিত করে।

৩২। ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থার সাথে সমন্বয়।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থায় পরিবর্তনের কোন প্রস্তাব কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইলে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি তাহা যথাশীঘ্র সম্ভব এক্সচেঞ্জ ও ডিপজিটরিকে অবহিত করিবে এবং এক্সচেঞ্জ ও ডিপজিটরি কমিশনের অনুমোদিত পরিবর্তন তাহার সিস্টেমে দ্রুত সমন্বয়ের জন্য যথোপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে।

৩৩। ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা।-সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কোন কর্মকান্ডের কারণে কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া থাকিলে তাহাকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে যাহার মধ্যে বীমাও অন্তর্ভূক্ত হইতে পারিবে:

তবে শর্ত থাকে যে, বীমাকারী প্রতিষ্ঠান, উহার কোন অংগ সংগঠন কিংবা উহাদের কোন কর্মকর্তা, শেয়ারহোল্ডার বা প্রতিনিধি, বীমার মেয়াদকালীন সময়ে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদে অন্তর্ভূক্ত হইতে বা থাকিতে পারিবে না।

৩৪। দায়িত্ব বা কর্তব্য অর্পণে (delegation) নিষেধাজ্ঞা।- কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্য অন্য কাহারো নিকট অর্পণ করিতে পারিবে না।

চতুর্থ অধ্যায়
সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, অংশগ্রহণকারী, তাহাদের নিবন্ধিকরণ ও দায়-দায়িত্ব

৩৫। অংশগ্রহণকারীদের শ্রেণীবিভাগ ও দায়িত্ব।- (১) ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রমে অংশগ্রহণকারীগণ নিম্নলিখিত শ্রেণীতে বিভক্ত হইবে, যথাঃ

(ক) **সেলফ ক্লিয়ারিং (Self-Clearing) অংশগ্রহণকারী:** কেবল মাত্র স্টকব্রোকার বা স্টক ডিলারগণ এই শ্রেনীর অংশগ্রহণকারী হইতে পারিবে, যাহারা শুধুমাত্র নিজেদের বা তাহাদের অধীন মক্কেলদের লেনদেনসমূহের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট করিতে পারিবে;

(খ) **পূর্ণ-ক্লিয়ারিং (Full-Clearing) অংশগ্রহণকারী**: কেবল মাত্র উচ্চ নীট সম্পদ (high net worth) সম্বলিত প্রতিষ্ঠান, যাহার সকল প্রকার সেট্‌লমেন্ট ঝুঁকি বহন করিবার পর্যাপ্ত ক্ষমতা রহিয়াছে, এই শ্রেণীর অংশগ্রহণকারী হইতে পারিবে। কোন পূর্ণ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী তাহার নিজের এবং মক্কেলদের পাশাপাশি উহার সহিত চুক্তিবদ্ধ অন্যান্য ব্যক্তির লেনদেন সমূহের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট করিতে পারিবে। এই শ্রেণীর ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীগণ লেনদেনের তথ্য ও রেকর্ড রেজিষ্টারভূক্ত করিবে এবং চুক্তিসমূহের ক্লিয়ারিং করিবে।

(২) অংশগ্রহণকারীগণের নির্ধারিত যোগ্যতা থাকিতে হইবে এবং উক্ত যোগ্যতা পূরণ ও পদ্ধতি অনুসরণ সাপেক্ষে নিবন্ধিত হইতে হইবে।

(৩) অন্যান্যের মধ্যে, অংশগ্রহণকারীদের নিম্নরূপ দায়িত্ব থাকিবে, যথা:-

(ক) সিকিউরিটিজ লেনদেন, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত সকল আইন, বিধি-বিধান, নিয়মকানুন, পদ্ধতি, প্রক্রিয়া, ম্যানুয়াল, মানদন্ড, আচরণ বিধি, শৃংখলা ও সিসিপি নীতিমালা মানিয়া চলা;

(খ) নির্ধারিত মার্জিন যথাসময়ে জমা প্রদান করা এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে মক্কেলের নিকট হইতে মার্জিন গ্রহণ ও জমা প্রদান করা;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যথাযথ চুক্তি সম্পাদন করা এবং উহা মানিয়া চলা;

(ঘ) নিজেদের স্বার্থের উর্দ্ধে মক্কেলদের স্বার্থকে প্রাধান্য দেওয়া এবং কোন অবস্থাতেই মক্কেলদের সিকিউরিটিজ অথবা অর্থ নিজস্ব হিসাবের লেনদেনের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্টে ব্যবহার না করা;

(ঙ) এক্সচেঞ্জ, এবং সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সকল পাওনাদি যথাসময়ে পরিশোধ করা।

৩৬। অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধনের আবেদন।-(১) এই বিধিমালার অধীন প্রাপ্ত নিবন্ধন সনদ ব্যতিরেকে কোন প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণকারী হিসাবে কাজ করিতে পারিবে না।

(২) অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের জন্যঃ

(ক) কমিশন হইতে সনদপ্রাপ্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সুপারিশসহ কমিশনের নিকট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মাধ্যমে 'ফরম-ঙ' এ আবেদন করিতে হইবে;

[১][(খ) উক্ত আবেদনের ছকে উল্লিখিত দলিলপত্র ও তথ্যসহ কমিশনের বরাবরে প্রদেয় ফি বাবদ নিম্নোক্ত অংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রদান করিতে হইবে:

পূর্ন- ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা;

সেলফ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা।]

(গ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, প্রাপ্ত আবেদনের নির্দিষ্ট অংশ পূরণ করিয়া উহা, উক্ত ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার সহ, সাত কার্যদিবসের মধ্যে কমিশনের নিকট দাখিল করিবে;

(ঘ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি যদি কোন আবেদন কোন কারণে কমিশনের বরাবরে নিবন্ধনের জন্য সুপারিশ করা যাইবে না বলিয়া স্থির করে তবে, কারণ উল্লেখপূর্বক, সাত কার্যদিবসের মধ্যে আবেদনকারীকে প্রাপ্ত ড্রাফট বা পে-অর্ডার সহ লিখিতভাবে জানাইয়া দিবে যাহার একটি অনুলিপি একইসাথে কমিশনেও প্রেরণ করিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, যেই কারণে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক আবেদনটি সুপারিশ না করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হইয়াছে আবেদনকারী উক্ত কারণ দূরীভূত করিয়া পুনরায় আবেদন করিতে পারিবে।

৩৭। অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্যতা।- এই বিধিমালার অধীন অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের যোগ্য হইবে, যদি আবেদনকারী নিম্নলিখিত যে কোন একটি শ্রেণীভূক্ত হয়, যথাঃ-

(১) সেলফ্-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী:

(ক) কমিশন হইতে সনদ প্রাপ্ত কোন স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার;

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(খ) এই বিধিমালার অধীন অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের নিমিত্তে আবেদনকারীর সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক নির্ধারিত অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোকবল থাকিতে হইবে; এবং

(গ) কমিশন কর্তৃক সময়ে সময়ে নির্ধারিত ঝুঁকি ভিত্তিক (risk based) মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(২) পূর্ণ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারী:

(ক) ব্যাংক কোম্পানী আইন, ১৯৯১ (১৯৯১ সনের ১৪ নং আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন ব্যাংক কোম্পানী বা তার অধিনস্থ কোম্পানী;

(খ) আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সালের ২৭ নম্বর আইন) এ সংজ্ঞায়িত কোন আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা তার অধিনস্থ কোম্পানী;

(গ) কমিশন হইতে সনদপ্রাপ্ত কোন স্টক ব্রোকার বা স্টক ডিলার;

(ঘ) ন্যূনতম পরিশোধিত মূলধন হইবে ৫০ (পঞ্চাশ) কোটি টাকা এবং কমিশন সময় সময় উহা আদেশ দ্বারা পুণঃ নির্ধারণ করিতে পারিবে;

(ঙ) এই বিধিমালার অধীন অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের নিমিত্তে আবেদনকারীর সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক নির্ধারিত অবকাঠামো, নিরাপত্তা ব্যবস্থা এবং উপযুক্ত লোকবল থাকিতে হইবে; এবং

(চ) কমিশন কর্তৃক সময় সময় নির্ধারিত ঝুঁকি ভিত্তিক (risk based) মূলধন পর্যাপ্ততা সংরক্ষণ করিতে হইবে।

৩৮। অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন।- (১) অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন প্রাপ্তির পর কমিশন যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, আবেদনটি এই বিধিমালার অধীন মঞ্জুর করিবার যোগ্য তাহা হইলে, আবেদন প্রাপ্তির ত্রিশ কার্যদিবসের মধ্যে, কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং আবেদনকারীর অনুকূলে একটি নিবন্ধন সনদ (ফরম-চ) প্রদান করিবে [১][:]

[২][তবে শর্ত থাকে যে, নিবন্ধন ফি বাবদ কমিশনের বরাবরে নিম্নোক্ত অংকের টাকা ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ইলেক্ট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে জমা প্রদান করিতে হইবে:

পূর্ন- ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্র ৫,০০,০০০ (পাঁচ লক্ষ) টাকা;

সেলফ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা।]

(২) নিবন্ধীকরণের নিমিত্ত কোন আবেদন বিবেচনার জন্য আরও অধিক তথ্য প্রয়োজন হইলে কমিশন, আবেদন প্রাপ্তির ১৫ (পনের) কার্যদিবসের মধ্যে, উক্ত তথ্য তলব করিতে পারিবে; এবং কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত তথ্য প্রাপ্তির পর আবেদনটি গ্রহণযোগ্য হইলে কমিশন উহা মঞ্জুর করিবে এবং আবেদনকারীর অনুকূলে নিবন্ধন সনদ প্রদান করিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং- বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা [।] (দাড়ি) এর স্থলে [:] প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশ গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) নিবন্ধীকরণের জন্য কোন আবেদন পরীক্ষার পর কমিশন যদি এই মর্মে সিদ্ধান্তে উপনীত হয় যে, আবেদনটি এই বিধিমালার অধীন মঞ্জুর করার যোগ্য নহে, বা উহা মঞ্জুর করা পুঁজিবাজার বা জনস্বার্থের সহায়ক হইবে না, তাহা হইলে লিখিতভাবে কারণ উল্লেখ করিয়া, কমিশন উহা নামঞ্জুর করিতে পারিবেঃ

তবে শর্ত থাকে যে, উক্ত কারণ দূরীভূত করিয়া আবেদনকারী পুনরায় সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মাধ্যমে কমিশনে আবেদন করিতে পারিবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক প্রদত্ত কোন নিবন্ধন সনদ উহাতে উল্লিখিত শর্তাধীনে প্রদানের তারিখ হইতে পাঁচ বছর পর্যন্ত কার্যকর থাকিবে।

(৫) অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সরবরাকৃত কোন তথ্য পরবর্তীকালে পরিবর্তিত হইলে উহা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি এবং কমিশনকে তাৎক্ষণিক লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

[১][(৬) প্রত্যেক ক্ষেত্রে কমিশনের বরাবরে প্রদেয় নবায়ন ফি বাবদ নিম্নোক্ত অংকের ব্যাংক ড্রাফট বা পে-অর্ডার বা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফারের মাধ্যমে প্রদান সহ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির মাধ্যমে তফসিল-৩ এ প্রদত্ত ছকে একটি আবেদন কমিশনে দাখিল করতঃ কোন নিবন্ধন সনদ পরবর্তী পাঁচ বছরের জন্য নবায়ন করা যাইবে:

পূর্ণ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ২,০০,০০০ (দুই লক্ষ) টাকা

সেলফ-ক্লিয়ারিং অংশগ্রহণকারীর ক্ষেত্রে ১,০০,০০০ (এক লক্ষ) টাকা।]

(৭) উপ-বিধি (৬) এ উল্লিখিত নিবন্ধন সনদ নবায়নের আবেদন নিবন্ধন সনদে উল্লিখিত মেয়াদ অতিক্রান্ত হইবার এক মাস পূর্বেই কমিশনে দাখিল করিতে হইবে; ব্যর্থতায় প্রতি বিলম্বিত দিনের জন্য [২][টাকা ৫০০০ হারে] জরিমানা কমিশনে জমা করিতে হইবে।

৩৯। অংশগ্রহণকারী কর্তৃক কার্যকর ইলেকট্রনিক সংযোগ সংরক্ষণ ইত্যাদি।- অংশগ্রহণকারী, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সহিত, কার্যকর ইলেকট্রনিক সংযোগ সংরক্ষণ ব্যবস্থা নিশ্চিত করিবে।

৪০। অংশগ্রহণকারীর তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক নির্ধারিত পদ্ধতিতে, যথাযথ তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি সংরক্ষণ নিশ্চিতের নিমিত্তে অংশগ্রহণকারীর অভ্যন্তরীণ মূল্যায়ন ও নিরীক্ষার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে।

(২) অংশগ্রহণকারী কর্তৃক সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সহিত উহার রেকর্ড প্রত্যেক কর্মদিবসে মিলাইয়া দেখিতে হইবে।

(৩) অংশগ্রহণকারী কর্তৃক, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক বর্ণিত পদ্ধতিতে, নির্দিষ্ট সময় সমাপ্তিতে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিকট নির্দিষ্ট ছকে রিটার্ন (return) জমা দিতে হইবে।

(৪) কমিশন কর্তৃক চাহিবামাত্র চাহিদাপত্রে উল্লিখিত তথ্য প্রত্যেক অংশগ্রহণকারী কমিশনকে সরবরাহ করিবে।

---

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখ, ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

[২] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা " টাকা ৫০০ হারে" শব্দগুলি "টাকা ৫০০০ হারে" শব্দগুলি দ্বারা প্রতিস্থাপিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদেশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

(৫) অংশগ্রহনণকারী, অন্যান্যের মধ্যে, নিম্নলিখিত তথ্য কমিশন, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বা কমিশন কর্তৃক নির্দেশিত কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান দ্বারা পরিদর্শন ও পরীক্ষার জন্য সর্বদা সংরক্ষণ করিবে ও প্রস্তুত রাখিবে, যথাঃ-

(ক) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি এবং হিসাব ধারকের প্রত্যেকটি লেনদেন সংক্রান্ত তথ্য;
(খ) অংশগ্রহণকারীর মাধ্যমে সম্পাদিত ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সম্পর্কিত সকল রেকর্ড; এবং
(গ) প্রত্যেক হিসাব ধারকের নিকট হইতে প্রাপ্ত সকল নির্দেশ এবং তাহাদের নিকট প্রেরিত হিসাব বিবরণীর কপি।

(৬) অংশগ্রহণকারী উহার তথ্য, রেকর্ড ইত্যাদি কোন স্থানে সংরক্ষণ করিতেছে তাহা কমিশন ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে পূর্বেই লিখিতভাবে অবহিত করিবে এবং উহার কোন পরিবর্তন তাৎক্ষণিকভাবে কমিশন ও সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে লিখিতভাবে জানাইবে।

(৭) প্রযোজ্য অন্য কোন আইনের বিধান পালন সাপেক্ষে, অংশগ্রহণকারী উহার তথ্য, রেকর্ড এবং ডকুমেন্ট ন্যূনতম সাত বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

৪১। অংশগ্রহণকারীর কার্যাবলী পরিদর্শন ও তথ্যাদি তলব।- (১) কমিশন বা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি যে কোন সময় অংশগ্রহণকারীর কার্যালয়ে বা কর্মস্থলে প্রবেশ এবং উহার কার্যাবলী, রেকর্ড, সিস্টেম, ইত্যাদি পরিদর্শন ও পর্যবেক্ষণ করিতে পারিবে।

(২) কমিশন বা সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বা তৎকর্তৃক নিযুক্ত যে কোন ব্যক্তি অংশগ্রহণকারী বা গ্রাহকের নিকট হইতে যেকোন তথ্য বা কাগজপত্র তলব করিয়া পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিতে পারিবে।

৪২। অংশগ্রহণকারীর কার্যাবলী অর্পণে (delegation) নিষেধাজ্ঞা।- কোন অংশগ্রহণকারী উহার কোন কার্য, কমিশনের পূর্বানুমতি ব্যতিত, অন্যের নিকট অর্পন করিতে পারিবে না।

পঞ্চম অধ্যায়
বিবিধ

৪৩। আদেশ বা নির্দেশ প্রদান ও পরিপালন।-এই বিধিমালায় উল্লিখিত পরিপালনীয় বিধানসমূহ Securities and Exchange Ordinance, 1969 এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ মোতাবেক প্রদত্ত নির্দেশ বা আদেশ পরিপালন হিসাবে গণ্য হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশন, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে নিয়ন্ত্রণের স্বার্থে সময় সময় প্রয়োজনীয় যে কোন আদেশ বা নির্দেশ জারী করিতে পারিবে।

৪৪। আপতকালীন অবস্থা জারি।-(১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত কোন বিশেষ পরিস্থিতি যেমন ভূমিকম্প, নাশকতামূলক কর্মকান্ড, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, অগ্নিকান্ড ইত্যাদি কারণে যোগাযোগ, বিদ্যুৎ, টেলিফোন ব্যবস্থা ক্ষতিগ্রস্ত বা বিপর্যস্ত হইলে বা কার্যক্রম পরিচালনা বাধাগ্রস্থ হইলে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কমিশনের সাথে আলোচনাক্রমে, আপতকালীন অবস্থা জারি করিতে পারিবে।

(২) জারিকৃত আপতকালীন অবস্থায় ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট প্রক্রিয়ার জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক সাময়িকভাবে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হইবে যাহা সর্বোচ্চ ছয় ঘন্টার মধ্যে কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে।

৪৫। বির্পযয় মোকাবেলার ব্যবস্থা ও পদ্ধতি।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কারিগরী ত্রুটি বা অন্য কোন কারণে সৃষ্ট বিপর্যয় তাৎক্ষণিকভাবে মোকাবেলার জন্য পর্যাপ্ত ব্যবস্থা থাকিতে হইবে এবং এতদসংক্রান্ত পদ্ধতি সিসিপি নীতিমালায় বিধৃত থাকিতে হইবে।

৪৬। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির তথ্যের নিরাপত্তা।— (১) আপতকালীন সিস্টেমসহ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি এইরূপ সকল ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে যাহাতে রক্ষিত তথ্য সম্পূর্ণ নিরাপদ ও নিশ্চিত থাকে, উহা যেন নষ্ট বা বিকৃত না হয়, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির অন্তর্মূখী ও বহির্মূখী (inward and outward) উপাত্ত (data) সঞ্চালন যেন গুপ্তায়িত (encrypted) হয় এবং আইন, এই বিধিমালা বা সিসিপি নীতিমালা বা পদ্ধতির বাহিরে কোন ভাবেই যেন কেহ উক্ত তথ্য সংগ্রহ বা ব্যবহার করিতে না পারে।

(২) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, লেনদেনের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত সকল তথ্য ও উপাত্ত উহার অবস্থান হইতে ভিন্ন একটি ভূমিকম্প প্রবণ এলাকা (seismic zone) সহ অন্তত ২টি ভিন্ন স্থানে ন্যূনতম ১০ (দশ) বৎসর সংরক্ষণ করিবে।

৪৭। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি অবসায়ন সংক্রান্ত বিধান।- কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি অবসায়ন করিতে চাহিলে সর্বপ্রথম কমিশনের নিকট অবলুপ্তির অনুমোদনের জন্য নিম্নলিখিত তথ্যসহ লিখিত আবেদন করিতে হইবেঃ

(ক) অবসায়ন হইবার কারণ;
(খ) যেই ভাবে অবসায়িত হইতে চায় তাহার বর্ণনা;
(গ) অবসায়ন পরবর্তীতে ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম কে পরিচালনা করিবে;
(ঘ) উহাতে রক্ষিত তথ্যের নিরাপত্তা ও হেফাজত কিভাবে সংরক্ষিত হইবে এবং সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির অবসায়নের পর উক্ত তথ্যের কি হইবে তাহার বিবরণ;
(ঙ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি যেই সব ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের সহিত চুক্তিবদ্ধ রহিয়াছে তাহাসহ সংশ্লিষ্টদের সহিত দায়-দায়িত্বের বিষয়ে কি ব্যবস্থা গৃহীত হইবে উহার বিস্তারিত বিবরণ; এবং
(চ) কমিশন কর্তৃক যাচিত অন্য যে কোন তথ্য।

তবে শর্ত থাকে যে, কমিশনের লিখিত অনুমোদন প্রাপ্তির পরই কেবল কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি অবসায়ন সংক্রান্ত আনুষ্ঠানিকতা শুরু করিতে পারিবে।

৪৮। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, এক্সচেঞ্জ ও ডিপজিটরির মধ্যে চুক্তি।— সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, এক্সচেঞ্জ ও ডিপজিটরির সম্পর্ক পারস্পরিক চুক্তি দ্বারা নির্ধারিত হইবে।

৪৯। বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ বিবেচনাক্রমে কার্যক্রম পরিচালনায় বাধ্যবাধকতা।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি সকল সময় জনস্বার্থ তথা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য কাজ করিবে এবং স্বীয় স্বার্থের সহিত সাংঘর্ষিক হইলেও জনস্বার্থ তথা বিনিয়োগকারীদের স্বার্থকে প্রাধান্য প্রদান করিবে।

৫০। ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত বিষয়ে এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব।- অন্যান্য দায়িত্বকে সীমিত বা ক্ষুণ্ন না করিয়া, ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংশ্লিষ্ট বিষয়ে এক্সচেঞ্জের দায়িত্ব হইবে নিম্নরূপ, যথা:-

(ক) উহার প্রত্যেকটি লেনদেনের তথ্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে সরবরাহ করা;
(খ) প্রত্যেক ট্রেডিং অংশগ্রহণকারীর জন্য সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক নির্ধারিত লেনদেন সীমার অধিক লেনদেন করিতে না দেওয়া;
(গ) লেনদেনের ক্ষেত্রে ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত নিয়মকানুন পরিপালন নিশ্চিত করা;
(ঘ) কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত এতদসংক্রান্ত অন্য কোন দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করা।

৫১। পরিদর্শন বা তদন্ত।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি, উহার পরিচালকবৃন্দ, কর্মকর্তা-কর্মচারীবৃন্দ এবং অংশগ্রহণকারীদের যে কোন কার্যকলাপ সম্বন্ধে কমিশন পরিদর্শন (Inspection) বা তদন্ত (Enquiry) করিতে পারিবে।

(২) উক্ত পরিদর্শন বা তদন্ত Securities and Exchange Ordinance, 1969 বা বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এর সংশ্লিষ্ট ধারা অনুযায়ী পরিচালিত হইবে এবং বর্ণিত পদ্ধতিতে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

(৩)সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার অংশগ্রহণকারীদের কার্যকলাপ নিয়মিতভাবে পরিদর্শন করিবে এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন প্রয়োজনীয় ব্যাবস্থা গ্রহণার্থে কমিশনে প্রেরণ করিবে।

৫২। হিসাব বহি ও রেকর্ডপত্র রক্ষণাবেক্ষণ।- (১) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি প্রতিটি হিসাব সময়ের জন্য তাহার নিম্নলিখিত হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলাদি রক্ষণাবেক্ষণ করিবে, যথাঃ-

(ক) ব্যালান্স সীট;
(খ) লাভ-লোকসান হিসাব;
(গ) নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী;
(ঘ) হিসাবের উপর নিরীক্ষকের প্রতিবেদন।

(২) এই বিধির অধীন সংরক্ষণ করা হয় এমন যাবতীয় হিসাব বহি, রেকর্ড ও দলিলপত্র ১২ (বার) বৎসর সংরক্ষণ করিতে হইবে।

(৩) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি প্রতিটি হিসাব সময়ের শেষে কমিশনের নিকট ব্যালান্স সীট, লাভ ও লোকসান হিসাব, নগদ আদান-প্রদানের বিবরণী এবং কমিশনের চাহিদা অনুযায়ী (যদি থাকে) অন্যান্য প্রতিবেদন দাখিল করিতে বাধ্য থাকিবে।

৫৩। অনিরীক্ষিত হিসাব বিবরণী।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উহার অনিরীক্ষিত প্রথম ত্রৈমাসিক হিসাব বিবরণী প্রথম প্রান্তিক শেষ হইবার পরবর্তী ৪৫ (পঁয়তাল্লিশ) দিনের মধ্যে এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রান্তিক শেষ হইবার পরবর্তী ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে কমিশনে দাখিল করিবে।

৫৪। ব্যবস্থাপনা অধিগ্রহণ এবং প্রশাসক নিয়োগ ।- যদি কমিশনের নিকট ইহা প্রতীয়মান হয় যে, কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি-

(ক) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষায় ব্যর্থ হইয়াছে বা অবহেলা করিতেছে, অথবা অসৎ উদ্দেশ্যে কোন কার্যক্রমে লিপ্ত হইয়াছে, অথবা
(খ) রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক স্বার্থের হানিকর কোন কাজ করিতেছে,

তাহা হইলে কমিশন, উক্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টিকে যুক্তিসংগত শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া লিখিত আদেশ দ্বারা, আদেশে উল্লিখিত মেয়াদের জন্য, উক্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালনা পর্ষদ অধিগ্রহণ করিয়া উহার ব্যবস্থাপনা পরিচালনা করিতে পারিবে অথবা প্রশাসক নিয়োগ করিয়া উহার প্রশাসন পরিচালনা করিতে পারিবে ।

৫৫। গোপনীয়তা সংরক্ষণ।- সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কোন পরিচালক, সদস্য, প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, কর্মকর্তা-কর্মচারী, কমিটির কোন সদস্য, শেয়ারহোল্ডার বা কোন অংশগ্রহণকারী বা কোন ব্যক্তি ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট সংক্রান্ত কোন দায়িত্ব পালনকালে অথবা অন্য কোনভাবে কোন মূল্য সংবেদনশীল তথ্য অথবা এতদবিষয়ক কোন তথ্য বা বাজার নজরদারি (Market Surveillance) হইতে প্রাপ্ত কোন তথ্য অবগত হইলে উহা কমিশনের সম্মতি ব্যতীত অন্য কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিবেন না এবং উক্ত তথ্যের ভিত্তিতে কোন সিকিউরিটিজ লেনদেন করিতে পারিবেন না।

৫৬। এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা ব্যবসা সনদ প্রাপ্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিকট স্থানান্তর।- (১) এক্সচেঞ্জ উহার বিদ্যমান ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা, নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রাপ্তির পরবর্তী তিন মাস পর্যন্ত চালু রাখিতে পারিবে এবং উল্লিখিত তিন মাস সময়ের মধ্যে এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা নিবন্ধিত ও ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রাপ্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিকট স্থানান্তর করিবে এবং অত:পর এক্সচেঞ্জের ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা বিলুপ্ত হইবে:

তবে শর্ত থাকে যে, কোন বিশেষ ক্ষেত্রে কমিশন, প্রয়োজনে এ সময়সীমা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(২) নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কর্তৃক ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রাপ্তির পরবর্তী তিন মাস অথবা কমিশন কর্তৃক বর্ধিত সময় অতিক্রান্ত হইলে, পুঁজিবাজারে লেনদেনকৃত সকল ধরণের সিকিউরিটিজ এর ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কাযর্ক্রম নিবন্ধিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির আওতাভূক্ত হইবে এবং উহার মাধ্যম ব্যতীত অন্য কোন প্রকারে বা মাধ্যমে উক্ত কার্যক্রম সম্পন্ন করা যাইবে না।

(৩) উপ-বিধি (১) অনুযায়ী এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা ও কার্যক্রম নিবন্ধিত ও ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রাপ্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিকট স্থানান্তরিত হইবার ফলে এক্সচেঞ্জ কর্তৃক পরিচালিত পূর্ববর্তী ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট কার্যক্রম সংক্রান্ত-

(ক) কোন আইন বা বিধি-বিধান অনুসারে প্রদত্ত কোন আদেশ বা নির্দেশ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হইবে;

(খ) অর্জিত কোন অধিকার, সুবিধা, দায়-দায়িত্ব, সম্পাদিত কোন চুক্তি বা দেনা-পাওনার কোন পরিবর্তন হইবে না, বা উহার বিরূদ্ধে সূচিত কোন আইনানুগ কার্যধারা ত্রুটিপূর্ণ বলিয়া গণ্য হইবে না, এবং উহার বিরূদ্ধে কোন আইনানুগ কার্যধারা অব্যাহত থাকিলে বা উহা দ্বারা সূচিত হইয়া থাকিলে উহা চলমান ও অব্যাহত থাকিবে;

(গ) কোন বিধি-বিধান লংঘনের কারণে কাহারও বিরুদ্ধে সূচিত হইতে পারে, এমন কোন আইনানুগ কার্যধারা গ্রহণ বাধাগ্রস্থ হইবে না;

(ঘ) কোন অনুমোদন, দায়িত্ব ঘোষণা, দায়মুক্তি ঘোষণা, প্রদত্ত ছাড়পত্র, অব্যাহতি, গৃহীত সিদ্ধান্ত ও ব্যবস্থা, প্রদত্ত ফিস, কৃত বন্ধক ও হস্তান্তর, বহি, দলিল, তদাবধি কৃত কার্যাদি বা উহাদের অনুকূলে সম্পাদিত কার্যাদি পূর্বের ন্যায় বহাল ও কার্যকর থাকিবে।

(৪) এক্সচেঞ্জের বিদ্যমান ক্লিয়ারিং ও সেট্‌লমেন্ট ব্যবস্থা নিবন্ধিত ও ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রাপ্ত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নিকট স্থানান্তরকালে কোন জটিলতার উদ্ভব হইলে, কমিশন উক্ত জটিলতা নিরসনকল্পে প্রয়োজনীয় যেকোন আদেশ জারী, বা এক্সচেঞ্জ বা কোম্পানী বা ডিপজিটরি বা অংশগ্রহণকারী বা গ্রাহক বা অন্যকোন প্রতিষ্ঠানকে যেকোন নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

৫৭। অব্যাহতি প্রদানের ক্ষমতা।- কমিশন, জনস্বার্থে এই বিধিমালার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে কোন ব্যক্তিকে, যুক্তিসংগত কারণসহ তাহার লিখিত আবেদনের প্রেক্ষিতে এই বিধিমালার কোন বাধ্যবাধকতা হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

৫৮। জটিলতা নিরসন।- এই বিধিমালার বিধানবলী কার্যকর করিবার ক্ষেত্রে কোন জটিলতা বা অসুবিধা দেখা দিলে কমিশন, বিদ্যমান আইন ও বিধি-বিধানের সহিত সামঞ্জস্য রাখিয়া, স্পষ্টীকরণ বা ব্যাখ্যা প্রদানপূর্বক উক্ত বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে সংশ্লিষ্টদের দিক-নির্দেশনা প্রদান করিতে পারিবে।

[১][৫৯। **কমিশনের অনুকূলে ফি, ইত্যাদি জমা প্রদান।**-বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের অনুকূলে বিভিন্ন প্রকার ফি, ইত্যাদি পে-অর্ডার, ব্যাংক ড্রাফট অথবা ইলেকট্রনিক ফান্ড ট্রান্সফার এর মাধ্যমে জমা প্রদান করা যাইবে।]

[১] প্রজ্ঞাপন নং-বিএসইসি/সিএমআরআরসি/২০১৯-৩৯২/২৪/প্রশাসন/১২৪, তারিখঃ ৩০ জুন ২০২১ ইং এর দ্বারা সন্নিবেশিত হইয়াছে, যাহা আগস্ট ২৪, ২০২১ ইং তারিখে বাংলাদশে গেজেটে প্রকাশিত হইয়াছে।

তফসিল-১
ফরমসমূহ

ফরম-ক
[বিধি ৬, উপ-বিধি ১]

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে নিবন্ধন সনদের দরখাস্ত

নির্দেশাবলী

(ক) আবেদনটি পূরণ করিয়া প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্রসহ কমিশনের দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিধি অনুযায়ী এই আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

(গ) আবেদনটি সর্ব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইলেই ইহা বিবেচনার যোগ্য হইবে।

(ঘ) সকল তথ্য টাইপকৃত হইতে হইবে। যে সকল তথ্য অধিকতর বিস্তারিতভাবে সরবরাহ করিতে হইবে সে সকল তথ্য স্বতন্ত্র কাগজে এই ফরমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ) উপ-বিধি ২ এ উল্লিখিত পে-অর্ডার আবেদনের সহিত দাখিল করিতে হইবে।

(চ) এই ফরমের প্রত্যেক পৃষ্ঠা এবং তৎসংযুক্ত সকল কাগজের প্রত্যেক পৃষ্ঠা আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(ছ) আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্রের কপি কোন নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

প্রথম অংশ (আবেদনকারী কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। (ক) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নাম-
(খ) রেজিষ্টার্ড অফিস-
(গ) টেলিফোন নম্বর-
(ঘ) ফ্যাক্স নম্বর-
(ঙ) ই-মেইল-

২। আবেদনকারীর-
(ক) কোম্পানী আইনের অধীন নিবন্ধীকরণের তারিখ (নিবন্ধন সার্টিফিকেট, সংঘস্মারক এবং সংঘবিধি সংযুক্ত করিতে হইবে)-
(খ) (১) অনুমোদিত মূলধন-
(২) ইস্যুকৃত মূলধন-
(৩) পরিশোধিত মূলধন-
(গ) প্রত্যেক উদ্যোক্তার বর্তমান এবং প্রস্তাবিত শেয়ার মূলধনের পরিমান-

৩। আবেদনকারীর প্রত্যেক পরিচালক এবং মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার -

(ক) নাম-

(খ) বয়স-

(গ) জাতীয়তা-

(ঘ) শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা (মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার ক্ষেত্রে)-

(ঙ) অন্য কোন কোম্পানীতে পরিচালকের পদ (যদি থাকে)-

(চ) কোন ফৌজদারী মামলায় অভিযুক্ত বা প্রাপ্ত শাস্তি (যদি থাকে) (বিস্তারিত বিবরণ দিতে হইবে)-

৪। (ক) আবেদনকারীর বর্তমান এবং সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে কার্যক্রম শুরু করিবার আগে প্রস্তাবিত লোকবল ও অফিস কাঠামোর বিবরণ।

(খ) অফিসের গৃহাদি-

(গ) স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং-

(ঘ) ডাটা স্টোরেজ এবং বেকআপ সিস্টেম-

(ঙ) আভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং তদারকী ব্যবস্থা-

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;
এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

স্বাক্ষর
আবেদনকারীর পক্ষে ----------
নাম
ঠিকানা
পদবী
তারিখ:

দ্বিতীয় অংশ

(প্রত্যেক উদ্যোক্তা কর্তৃক পূরণ করিতে হইবে)

১। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উদ্যোক্তার -

(ক) নাম-

(খ) ঠিকানা-

(গ) যোগাযোগের ঠিকানা-

(ঘ) টেলিফোন-

(ঙ) ফ্যাক্স নম্বর-

(চ) ই মেইল-

২। উদ্যোক্তা অন্য কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি উদ্যোক্তা হইয়া থাকিলে অথবা অংশগ্রহণকারী হইয়া থাকিলে উহার নাম-

৩। উদ্যোক্তা বিধি ১৫ এ উল্লিখিত কোন্ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত-

৪। উদ্যোক্তা কোন আইনের অধীন নিবন্ধিত বা স্থাপিত হইয়া থাকিলে উহার নাম ও নিবন্ধন বা স্থাপনের তারিখ (নিবন্ধন সার্টিফিকেট, সংঘস্মারক ও সংঘবিধি বা আইনের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৫। উদ্যোক্তার লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য-

৬। উদ্যোক্তা কর্তৃক পরিচালিত কার্যাবলীর বর্ণনা-

৭। উদ্যোক্তার অধিভুক্ত বা উহার অধীন কোম্পানীসমূহ এবং উহাদের দ্বারা পরিচালিত কার্যাবলীর বর্ণনা (যদি থাকে)-

৮। উদ্যোক্তা কমিশন, বাংলাদেশ ব্যাংক বা বিদেশী কোন কর্তৃপক্ষের সহিত নিবন্ধিত হইয়া থাকিলে উহার বর্ণনা (সংশ্লিষ্ট দলিলপত্র সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৯। উদ্যোক্তার সম্পদের বিবরণ (সর্বশেষ আর্থিক হিসাবের নিরীক্ষিত কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১০। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিশোধিত মূলধনে উদ্যোক্তার শেয়ারের আনুপাতিক হার এবং পরিমান-

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

উদ্যোক্তার স্বাক্ষর ----------

নাম

ঠিকানা

পদবী

তারিখ.....

ফরম-খ

[বিধি ৬, উপ-বিধি ৫]

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন সনদের নম্বর.....তারিখ.....

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ৬ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্দ্বারা ----------(সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নাম)

কে উক্ত আইন এবং বিধিমালার অধীন নিম্নলিখিত শর্তাধীনে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে এই নিবন্ধন সনদ প্রদান করিল:

শর্তাদি

(১) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধান বহির্ভুত কোন কাজকর্ম সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি করিতে পারিবে না।

(২) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির উদ্যোক্তাগণ তাহাদের শেয়ার এই নিবন্ধন সনদ প্রদানের তারিখ হইতে পাঁচ বৎসরের পূর্বে হস্তান্তর করিতে পারিবে না।

(৩) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কোন উদ্যোক্তা উহার শেয়ার হস্তান্তর করিতে চাহিলে বিধি ১৫ তে উল্লিখিত কোন প্রতিষ্ঠানের নিকট হস্তান্তর করিতে হইবে।

(৪) এই নিবন্ধন সনদ কোন ভাবেই হস্তান্তর করা যাইবে না।

কমিশনের আদেশক্রমে

.....
নাম
স্বাক্ষর
পদবী
সীল
তারিখ
স্থান: ঢাকা

ফরম-গ

[বিধি ৮, উপ-বিধি ১]

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসাবে ব্যবসা চালুকরণ সনদের দরখাস্ত

নির্দেশাবলী

(ক) আবেদনটি পূরণ করিয়া প্রয়োজনীয় সকল দলিলপত্রসহ কমিশনের দপ্তরে দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিধি অনুযায়ী এই আবেদন পূরণ করিতে হইবে।

(গ) আবেদনটি সর্ব দিক দিয়া সম্পূর্ণ হইলেই ইহা বিবেচনার যোগ্য হইবে।

(ঘ) সকল তথ্য টাইপকৃত হইতে হইবে। যে সকল তথ্য অধিকতর বিস্তারিতভাবে সরবরাহ করিতে হইবে সে সকল তথ্য স্বতন্ত্র কাগজে এই ফরমের সহিত সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

(ঙ) এই ফরমের প্রত্যেক পৃষ্ঠা এবং তৎসংযুক্ত সকল কাগজের প্রত্যেক পৃষ্ঠা আবেদনকারী কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(চ) আবেদনের সহিত সংযুক্ত সকল দলিলপত্রের কপি কোন নোটারী পাবলিক কর্তৃক সত্যায়িত হইতে হইবে।

==========

১। আবেদনকারীর নাম ও নিবন্ধন সার্টিফিকেট নম্বর-

২। নিবন্ধন সার্টিফিকেট মঞ্জুরের তারিখ-

৩। আবেদনকারীর উপ-আইন কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত হইয়াছে কিনা? (হইয়া থাকিলে উহার কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৪। আবেদনকারীর কর্মচারী এবং দপ্তর গঠন এর বিস্তারিত বিবরণ-

৫। মূখ্য নির্বাহী কর্মকর্তার পরিচিতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা এবং প্রধান রেগুলেটরি কর্মকর্তার পরিচিতি ও অভিজ্ঞতার বর্ণনা

৬। আবেদনকারী কর্তৃক স্থাপিত অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা এবং তদারকি ব্যবস্থার বিবরণ, তৎসহ উক্ত ব্যবস্থার সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের পরিচিতি এবং অভিজ্ঞতার বর্ণনা (ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা এবং পরিচালনা ম্যানুয়ালের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৭। স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা সম্পর্কিত নিম্নলিখিত বিষয়ে বিস্তারিত বর্ণনা-
   (ক) হার্ডওয়ার, সফট্ওয়ার এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা, উহাদের কার্যক্ষমতা এবং অবস্থান-
   (খ) ডাটা স্টোরেজ, বেকআপ পদ্ধতি এবং উহাদের কার্য ক্ষমতা এবং অবস্থান-
   (গ) বিপর্যয় সামলানোর ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি-

৮। গৃহাদী এবং স্বয়ংক্রিয় ডাটা প্রসেসিং এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা কি-নিজস্ব/ভাড়াকৃত/বন্দোবস্তকৃত? (সত্যায়িত দলিল বা ভাড়াটিয়া চুক্তির কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

৯। সুবিধাভোগী মালিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার বর্ণনা-

১০। বীমা করা হইয়াছে কি? (করা হইয়া থাকিলে বীমার পলিসি/দলিল সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১১। কোন অংশগ্রহণকারীর সহিত সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১২। কোন ইস্যুয়ারের সহিত বা কোন ইস্যুয়ার এবং উহার রেজিষ্ট্রার এর সহিত কোন চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১৩। সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির প্রতিনিধি হিসাবে অংশগ্রহণকারীর সহিত সুবিধাভোগী মালিকদের কোন চুক্তির প্রস্তাব আছে কি? (থাকিলে চুক্তিপত্রের কপি সংযুক্ত করিতে হইবে)-

১৪। এক্সচেঞ্জ ডিপজিটরি ও ক্লিয়ারিং ব্যাংক এর সহিত সম্পাদিতব্য খসড়া চুক্তিপত্র।।

ঘোষণা

আমরা ঘোষণা করিতেছি যে, এই আবেদনে সরবরাহকৃত তথ্যাদি এবং সংযুক্ত দলিলপত্রাদি ও অতিরিক্ত কাগজে উল্লিখিত বর্ণনা সম্পূর্ণ সত্য;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, উক্ত তথ্যাদির কোন পরিবর্তন হইলে আমরা অবিলম্বে তাহা কমিশনকে লিখিতভাবে অবহিত করিব;

এবং আমরা আরও ঘোষণা করিতেছি যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন), বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এবং কমিশন কর্তৃক সময় সময় জারীকৃত বা প্রদত্ত নীতিমালা এবং নির্দেশাবলী আমরা মানিয়া চলিব।

স্বাক্ষর
আবেদনকারীর পক্ষে ----------
নাম
ঠিকানা
পদবী
তারিখ.....

ফরম-ঘ

[বিধি ১০, উপ-বিধি ১]

সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির ব্যবসা চালুকরণ সনদ

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ১৫ নং আইন) এর ধারা ২৪ এবং বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ১০ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্দ্বারা ----------

----- (সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নাম)

কে উক্ত আইন এবং বিধিমালার অধীন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি হিসেবে ব্যবসা চালুকরণ সনদ প্রদান করিল।

কমিশনের আদেশক্রমে
স্বাক্ষর
.....
পদবী
সীল
তারিখ
স্থান: ঢাকা

ফরম-ঙ

[বিধি ৩৫, উপ-বিধি ২(ক)]

অংশগ্রহণকারী হিসাবে নিবন্ধনের আবেদন

[সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী, ষ্টক ডিলার বা ষ্টক ব্রোকার হইলে কেবলমাত্র ১ হইতে ৭ নং ক্রমিকে উল্লিখিত তথ্যাবলী প্রদান করিলে চলিবে।

১। আবেদনকারীর নাম :

২। আবেদনকারীর ঠিকানা :
ঠিকানা পরিবর্তিত হইলে উহা তিন কার্যদিবসের
মধ্যে সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি ও কমিশনকে
লিখিতভাবে অবহিত করিতে হইবে]

৩। আবেদনকারী যে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির
অংশগ্রহণকারী হইতে ইচ্ছুক উহার-
(ক) নাম ও ঠিকানা :
(খ) কোড নং :
(গ) কোড প্রদানের তারিখ :

৪। আবেদনকারী কোন শ্রেণীর সেবা
প্রদান এর জন্য সনদ প্রার্থী : ------অংশগ্রহণকারী

৫। আবেদনকারীর আইনগত মর্যাদা : কোম্পানী/ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা
(অপ্রযোজ্যটি কাটিয়া দিন। সংবিধিবদ্ধ সংস্থা, ব্যাংক বা বীমা কোম্পানী হইলে সংশ্লিষ্ট আইন/রেজিষ্ট্রেশন সনদের সত্যায়িত ছায়ালিপি এবং সর্বশেষ নিরীক্ষিত বার্ষিক বিবরণী সংযুক্ত করিতে হইবে)।

৬। আবেদনকারীর পক্ষে স্বাক্ষরকারী :
ব্যক্তির নাম ও প্রদত্ত ক্ষমতার বিবরণ
(ক্ষমতাপত্রের অনুলিপি দাখিল করুন)।

৭। আবেদনকারীর
(ক) অফিসের ফোন, ফ্যাক্স নম্বর :
ও ই-মেইল-
(খ) প্রধান নির্বাহীর :
বাসার ফোন, ফ্যাক্স নম্বর ও ই-মেইল :

৮। আবেদনকারী কোন কোম্পানী হইলে কোম্পানীর :
পরিচালকগণের নাম, ঠিকানা এবং অন্য যে সকল কোম্পানীতে /প্রতিষ্ঠানে মালিকানা বা ব্যবসায়িক সম্পর্ক রহিয়াছে তাহার বিবরণ

৯। আবেদনকারীর সিকিউরিটিজ ব্যবসায়ে অভিজ্ঞতা (যদি থাকে):

১০। আবেদনকারীর নীট মূলধন

স্থিতি (.....তারিখে) :
[নিরীক্ষিত আর্থিক হিসাব বিবরণী দাখিল করুন]

১১। আবেদনকারী কোন মার্চেন্ট ব্যাংকার, পোর্টফোলিও ম্যানেজার, মিউচ্যুয়াল ফান্ডের ট্রাস্টি, হেফাজতকারী বা সম্পদ ব্যবস্থাপনা কোম্পানী কিনা? :

১২। আবেদনকারী বা উহার পরিচালকমন্ডলীর কোন সদস্য কোন সময় জালিয়াতি, প্রতারণামূলক বা অসাধু কার্যকলাপজনিত কোন ফৌজদারী অপরাধের দায়ে দন্ডিত হইয়াছিল কিনা? হইলে কখন, কোথায় এবং কোন অপরাধে? :

১৩। আবেদনকারী বা উহার পরিচালকমন্ডলীর কোন সদস্য কোন সময় আদালত কর্তৃক দেউলিয়া বা বিকারগ্রস্ত বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিল কিনা? হইলে কখন, কোথায়? :

১৪। আবেদনকারী বা উহার পরিচালকমন্ডলীর কোন সদস্য কোন ব্যাংকের ঋণ খেলাপী কিনা? হইলে কোন ব্যাংক এবং কত টাকা? :

১৫। আবেদনকারীর অনুমোদিত প্রতিনিধি (যদি থাকে) এর-
(ক) নাম
(খ) পিতার নাম
(গ) স্থায়ী ঠিকানা
(ঘ) বর্তমান ঠিকানা
(ঙ) অফিসের ঠিকানা
(চ) শিক্ষাগত যোগ্যতা

১৬। আবেদনকারীর কর্মচারীর সংখ্যা :

১৭। অন্যান্য তথ্যাদি :

আমি এই মর্মে ঘোষণা করিতেছি যে, উপরে প্রদত্ত তথ্যাদি আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য ও সঠিক।

.....এর পক্ষে-

তারিখ.....

.....
আবেদনকারীর স্বাক্ষর ও সীল

<u>সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সুপারিশ/মন্তব্য</u>

তারিখঃ..... .....

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তার স্বাক্ষর ও সীল

ফরম-চ

[বিধি ৩৭, উপ-বিধি (১)]

অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ

বাংলাদেশ সিকিউরটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন
অংশগ্রহণকারীর নিবন্ধন সনদ

নিবন্ধন সনদ নং ..... সনদ প্রদানের তারিখ.....

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন (ক্লিয়ারিং অ্যান্ড সেট্‌লমেন্ট) বিধিমালা, ২০১৭ এর বিধি ৩৭ মোতাবেক বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এতদ্বারা..... (অংশগ্রহণকারীর নাম) ..... ঠিকানা .....কে (সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির নাম) এর নিবন্ধিত..... অংশগ্রহণকারী হিসাবে কাজ করার জন্যে এই নিবন্ধন সনদ প্রদান করিল।

এই নিবন্ধন সনদ ..... তারিখ পর্যন্ত বলবৎ থাকিবে এবং পরবর্তীতে উহা অত্র সনদের পশ্চাতে প্রদত্ত নির্দিষ্ট ছকে নবায়ন করা যাইবে।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের পক্ষে-

(সনদ প্রদানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষর)
নাম : .....
পদবী : .....
সীল

তফসিল-২

পরিচালক, ব্যবস্থাপনাকর্মী ও অন্যান্য ব্যবস্থাপনা কর্মকর্তাদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

পরিচালকদের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(১) কোন ব্যক্তি পরিচালক হিসাবে নির্বাচিত, মনোনীত বা নিয়োগপ্রাপ্ত হইতে পারিবে না এবং পরিচালক হিসাবে অযোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইবে, যদি তিনি –

(ক) অপ্রকৃতিস্থ হন অথবা আদালত কর্তৃক দেউলিয়া ঘোষিত হন;

(খ) পরপর পরিচালক পর্ষদের তিনটি সভায় অথবা ধারাবাহিকভাবে তিন মাসের মধ্যে অনুষ্ঠিত পরিচালক পর্ষদের সকল সভায় (যাহা দীর্ঘতর) পরিচালক পর্ষদের নিকট হইতে ছুটি গ্রহণ ব্যতীত অনুপস্থিত থাকেন;

(গ) ফৌজদারী অপরাধে উপযুক্ত আদালত কর্তৃক অপরাধী বলিয়া বিবেচিত বা নৈতিক স্খলনের দায়ে দোষী সাব্যস্ত হন;

(ঘ) বাংলাদেশ ব্যাংকের সিআইবি প্রতিবেদন অনুযায়ী ঋণখেলাপী হন;

(ঙ) কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সাথে কোন ব্যবসায়িক লেনদেনে যুক্ত হন;

(চ) ট্রেডিং পার্টিসিপ্যান্ট অথবা তাদের প্রতিনিধি হন;

(ছ) উল্লিখিত বিষয়সমূহ ব্যতীত কমিশন কর্তৃক সময় সময় প্রণীত ''উপযুক্ততা ও সঠিকতা'' মানদন্ড পরিপালনে অনুত্তীর্ণ হন।

(২) উপর্যুক্ত বিষয়ের সহিত আরও উল্লেখ্য যে, একজন ব্যক্তি স্বতন্ত্র পরিচালক হিসাবে বিবেচিত হইবে না, যদি তিনি –

(ক) নিয়োগের প্রস্তাব প্রদানের পূর্ববর্তী ৩ (তিন) বৎসরের মধ্যে সে সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি বা উহার কোন সাবসিডিয়ারী অথবা কোম্পানীতে কর্মরত থাকেন;

(খ) নিয়োগের প্রস্তাব প্রদানের পূর্ববর্তী সময় সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে একজন অংশীদার, উল্লেখযোগ্য সংখ্যক শেয়ারহোল্ডার হিসাবে গুরুত্বপূর্ণ ব্যবসায়িক সম্পর্ক থাকেন অথবা সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির সাথে এইরূপ সম্পর্কযুক্ত কোন প্রতিষ্ঠানের পরিচালক হন;

(গ) সংশ্লিষ্ট সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির কোন পরিচালক বা ট্রেডিং পার্টিসিপ্যান্ট অথবা শেয়ারহোল্ডারের পরিবারের সদস্য বা সম্পর্কযুক্ত কোন ব্যক্তি হন;

(ঘ) নিয়োগের প্রস্তাব প্রদানের সময় কোন মূলধন বাজার মধ্যস্থতাকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী বা পরিচালক হন;

(ঙ) অন্য কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির পরিচালক হিসাবে কর্মরত থাকেন;

(চ) কোন সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির যে কোন শেয়ারহোল্ডারের কর্মী হন;

(ছ) যে কোন নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মী হন;

(জ) কোন লিষ্টেড কোম্পানীর পরিচালক হন;

(৩) একজন স্বতন্ত্র পরিচালকের অবশ্যই নিম্নলিখিত যেকোন একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(ক) অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায়, অর্থনীতি, পরিসংখ্যান, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, জনপ্রশাসন অথবা আইন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রি;

(খ) অন্যূন ১৫(পনের) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায়, অর্থনীতি, পরিসংখ্যাণ, কম্পিউটার সায়েন্স, গণিত, জনপ্রশাসন অথবা আইন বিষয়ে ব্যাচেলর ডিগ্রী;

(গ) অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ অথবা সিএস অথবা সিপিএ উপাধি;

(ঘ) অন্যূন ২০(বিশ) বৎসরের ব্যবস্থাপনা অভিজ্ঞতাসহ ব্যাচেলর ডিগ্রী ।

ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দের যোগ্যতা ও অযোগ্যতা

(৪) ব্যবস্থাপনা কর্মীবৃন্দের স্ব স্ব পদের শর্ত হিসেবে অবশ্যই নিম্নলিখিত যেকোন একটি শিক্ষাগত যোগ্যতা এবং পেশাগত অভিজ্ঞতা থাকিতে হইবে;

(ক) ব্যবস্থাপনা পরিচালকের যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১৫(পনের) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১৫(পনের) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ উপাধি।

শর্ত থাকে উপরোক্ত যে কোন ক্ষেত্রে পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা অথবা উচ্চতর দায়িত্বশীল পদে কমপক্ষে ০৫(পাঁচ) বছরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন হইতে হবে।

(খ) প্রধান অপারেটিং কর্মকর্তার যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ উপাধি।

(গ) প্রধান রেগুলেটরি কর্মকর্তার যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সর্ম্পকিত অন্যূন ১৫(পনের) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ উপাধি।

(ঘ) প্রধান ঝুঁকি কর্মকর্তার যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সর্ম্পকিত অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ উপাধি।

(ঙ) কোম্পানী সচিবের যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় অথবা আইন বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ অথবা সিএস উপাধি।

(চ) প্রধান আর্থিক কর্মকর্তার যোগ্যতাঃ

(অ) পুঁজিবাজার সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে আর্থিক বিভাগে অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ ব্যবসায় বিষয়ে মাষ্টার্স ডিগ্রী;

(আ) অন্যূন ১০(দশ) বৎসরের পেশাগত অভিজ্ঞতাসহ সিএফএ অথবা সিএ অথবা সিএমএ অথবা সিপিএ উপাধি।

তফসিল-৩

পরিচালকদের আচরণবিধি

(ক) পরিচালনা পর্ষদের সভা, সাধারণ সভা, বিজ্ঞপ্তি, বিষয়সূচি (এজেন্ডা), সভার কার্যবিবরণী (minutes) কোম্পানী আইন, ১৯৯৪ মোতাবেক হইবে;

(খ) যদি কোন পরিচালক মনে করেন যে, পর্ষদ সভায় তাহার উত্থাপিত কোন আপত্তি কার্যবিবরণীতে সন্তোষজনকভাবে নথিভূক্ত হয় নাই তবে সংশ্লিষ্ট পরিচালক বিষয়টি কোম্পানী সচিবের নিকট উল্লেখ করিতে পারেন এবং কার্যবিবরণী নিশ্চিতকরণের সময় আপত্তির বিষয়টি যুক্ত করিতে বলিতে পারেন;

(গ) আর্থিক বা অন্য কোন বিষয়ে কোন পরিচালকের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বা স্বার্থের পরিপন্থি এমন কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট পরিচালক আলোচনায় অংশগ্রহণ করিবেন না এবং সেইক্ষেত্রে বিষয়টি সভার কার্যবিবরণীতে (minutes) অন্তর্ভূক্ত থাকিতে হইবে;

(ঘ) পরিচালকগণ এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি কমিশন কর্তৃক প্রণীত সকল সিকিউরিটিজ আইন, বিধি, প্রবিধি, আদেশ, সার্কুলার ও নির্দেশনা মানিয়া চলিবে;

(ঙ) পরিচালকগণ এই মর্মে নিশ্চিত করিবে যে, সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি পদ্ধতি কোন ধরণের অনিয়মের কারণে ব্যহত হইবে না;

(চ) পরিচালকগণ এই মর্মে নিশ্চিত করিবেন যে, কোন ধরণের অনিয়ম রোধের জন্য কমিশন কর্তৃক নির্ধারিত সময়সীমার মধ্যে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি পদক্ষেপ গ্রহণ করিবে;

(ছ) পরিচালকগণ এই মর্মে নিশ্চিত করিবেন যে, বিনিয়োগকারীদের স্বার্থের পরিপন্থী কোন সিদ্ধান্ত বোর্ড সভায় গৃহীত হইবে না এবং যদি গৃহীত হয় তবে ব্যবস্থাপনা পরিচালক উহা কমিশনের গোচরীভূত করিবেন;

(জ) বিনিয়োগকারীদের স্বার্থ রক্ষার্থে সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির দক্ষ ভূমিকা পরিচালকগণ নিশ্চিত করিবেন;

(ঝ) বিনিয়োগকারীদের অভিযোগ রোধকল্পে পরিচালকগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিবে এবং সিকিউরিটিজের লেনদেনের ক্ষেত্রে ন্যায্য অনুশীলনে উৎসাহিত করিবে;

(ঞ) সিকিউরিটিজ আইন অনুযায়ী নির্ধারিত প্রয়োজনীয় সকল বিষয় কমিশনে পেশকরণ পরিচালকগণ নিশ্চিত করিবে;

(ট) আইনের বাধ্যবাধকতা না থাকিলে কোন গোপনীয় বিষয়াদি পরিচালকগণ প্রকাশ করিবে না;

(ঠ) কোন পরিচালক ব্যক্তিগত স্বার্থে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোন গোপনীয় তথ্য ব্যবহার করিবে না;

(ড) পরিচালকগণ তাহাদের স্বাধীনতা বা দাপ্তরিক দায়িত্ব ক্ষুণ্ন হইতে পারে এমন কোন কাজ করিবেন না;

(ঢ) সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি ব্যবস্থাপনার কার্যক্রমে পরিচালকগণ হস্তক্ষেপ করিবে না;

(ণ) পরিচালকগণ সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টি এবং বিনিয়োগকারীর স্বার্থে সম্পৃক্ত বিষয়ে স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করিবেন;

(ত) স্বতন্ত্র পরিচালকগণ প্রতি ০৬ (ছয়) মাসে কমপক্ষে একবার সেন্ট্রাল কাউন্টারপার্টির জটিল বিষয়সমূহের বিষয়ে স্বতন্ত্রভাবে সভা করিবেন;

(থ) কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে পরিচালকগণ উপযুক্ত অধ্যবসায়ের অনুশীলন করিবেন;

(দ) কমিশন বা কোম্পানী কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত অন্য কোন দায়িত্ব।

বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনের আদেশক্রমে

ড. এম খায়রুল হোসেন
চেয়ারম্যান।